ইউনিট ৫

ইবাদত

ভূমিকা

ইবাদত আরবি শব্দ। ইবাদত মানে আল্লাহর হুকুম পালন করা। আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা করা, আর যা নিষেধ করেছেন তা না করাই হল ইবাদত।

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, পালন করেছেন। তাঁর হাতেই আমাদের জীবন ও মরণ। তিনিই আমাদের প্রভু। আমরা তাঁর বান্দা। আমাদের কাজ হল তাঁর হুকুম মত চলা, তাঁরই ইবাদত-বান্দেগী করা। আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁর ইবাদত করার জন্য।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন বলেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

উচ্চারণ ঃ ওয়ামা খালাক্বতুল জিন্না ওয়াল ইনছা ইল্লা লিয়া'বুদূন।

অর্থাৎ ঃ "আমি জিন ও মানবকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত ঃ আয়াত ৫৬)

সারা জীবন সকল কাজে মহানবী (স) এর দেখানো পথে আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলাই হল ইবাদত। ইবাদতের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভ করতে পারবো। দুনিয়াতে পাব সুখ-শান্তি আর পরকালে পাব জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং অনন্ত সুখময় বাসস্থান জান্নাত।

এই অধ্যায়ে ইসলামের মৌলিক ও আনুষ্ঠানিক ইবাদত যেমন- সালাত, যাকাত, সাওম, হাজ্জ এবং ইবাদতের প্রস্তুতিমূলক কাজ তাহারাত পবিত্রতা সম্বন্ধে জানতে ও শিখতে পারবো।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হল-

পাঠ-১ ঃ তাহারাত, উযূ ও গোসল ও তাইয়াম্মুম
পাঠ-২ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত
পাঠ-৩ ঃ সালাতের শিক্ষা
পাঠ-৪ ঃ সালাতের ফরযসমূহ
পাঠ-৫ ঃ সালাতের ওয়াজিবসমূহ
পাঠ-৬ ঃ সালাত আদায়ের নিয়ম
পাঠ-৭ ঃ সালাতুল ঈদাইন
পাঠ-৮ ঃ সালাতুল জুমুআ
পাঠ-৯ ঃ সালাতুল জানাযা
পাঠ-১০ ঃ যাকাত
পাঠ-১১ ঃ সাওম
পাঠ-১২ ঃ হাজ্জ
পাঠ-১৩ ঃ জিহাদ

পাঠ ১ তাহারাত, ওযু, গোসল ও তাইয়াম্মুম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- তাহারাত কি? তা বলতে পারবেন।
- ওযুর ফরয ও সুন্নাত বলতে পারবেন।
- ওযুর নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।
- গোসলের ফরয ও নিয়ম বলতে পারবেন।
- তাইয়াম্মুম কী ও তাইয়াম্মুমের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।
- ওযু ও তাইয়াম্মুম ভঙ্গের কারণ উল্লেখ করতে পারবেন।

১.১ তাহারাত

তাহারাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা। পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। সাধারণত মানুষ কোন মর্যাদাবান ব্যক্তির কাছে যেতে চাইলে প্রথমে সে নিজের শরীর ও পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যাপারে যত্নবান হয়। তেমনি বান্দা যখন মহান প্রভু আল্লাহর সমীপে হাজির হতে যাবে অর্থাৎ ইবাদত বান্দেগী করার নিয়াত করবে। তখন তাকে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়।

বাহ্যিক পবিত্রতা

ইবাদতের প্রস্তুতির জন্য শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ইবাদতের স্থান পবিত্র করতে হয়। শারীরিক এ পবিত্রতা লাভের নিয়ম হল ওযু, গোসল ও তাইয়াম্মুম।

অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা

দেহের সাথে সাথে মনকেও যাবতীয় পাপ চিন্তা থেকে মুক্ত করতে হয়। কৃতপাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে হয়। ভবিষ্যতে ভাল কাজ করার অঙ্গীকার এবং পাপ কাজ বর্জন করার দৃঢ় সংকল্প করতে হয়। তা হলেই দেহ ও মন আল্লাহর ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হবে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ উভয় প্রকার পবিত্রতা প্রয়োজন।

১.২ ওযু

শরীর পবিত্র করার নিয়াতে পাক-পবিত্র পানি দিয়ে শরীআতের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট অংগসমূহ ধোয়ার নাম ওযু। যে পানি দিয়ে ওযু করা হবে তা অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। যেমন- নদী, খাল, পুকুর কূপ, বরফ, ঝর্ণা ইত্যাদির পানি।

ওযুর ফরয

আল্লাহ তাআলা ওযু করার নিয়ম সম্বন্ধে বলেছেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط

উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানু ইযা কুমতুম ইলাস্ সালাতি ফাগ্ছিলূ ওয়ুহাকুম ওয়া আইদিয়াকুম ইলাল্ মারাফিকি ওয়াম্ছাহু বিরুউছিকুম ওয়ারজুলাকুম ইলাল কাবাইন।

অর্থাৎ ঃ "ওহে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন নিজেদের মুখমণ্ডল ও কনুইসহ হাত ধুয়ে নেবে, আর মুছে নেবে তোমাদের মাথা এবং ধুয়ে নেবে তোমাদের পা গাঁট (গিরা) পর্যন্ত।" (সূরা আল মায়িদা ঃ আয়াত ৬)

এ আয়াতে শরীরের তিনটি অঙ্গ ধুয়ে নেওয়ার এবং একটি মাসেহ করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ চারটি কাজ ওযুতে ফরয।

কাজেই ওযুর ফরয চারটি। যথা–

১. মুখমন্ডল ধোয়া
২. কনুইসহ দুহাত ধোয়া
৩. মাথার চারভাগের একভাগ মাসেহ করা
৪. গিরাসহ দু-পা ধোয়া।

ওযুর সুন্নাত ও মুস্তাহাব

এই চারটি কাজ ছাড়া ওযুর অন্যান্য কাজ সুন্নাত ও মুস্তাহাব। ওযুর সুন্নাত ও মুস্তাহাব সমূহ হল-

১. ওযু আরম্ভের সময় নিয়াত ও বিসমিল্লাহ বলা
২. মিসওয়াক করা
৩. দুহাত কবজি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া
৪. তিনবার কুলি করা (রোযা না থাকলে একবার গড় গড়ার সাথে কুলি করা)
৫. তিনবার নাকের ছিদ্রে পানি দেওয়া ও নাক পরিষ্কার করা।
৬. সমস্ত মুখ তিনবার ধোয়া
৭. কনুইসহ দুহাত তিনবার ধোয়া
৮. সমস্ত মাথা একবার মাসেহ করা
৯. দুকান একবার মাসেহ করা।
১০. গিরাসহ দুপা তিনবার ধোয়া
১১. উভয় হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো খেলাল করা এবং ঘন দাড়ি খেলাল করা।
১২. ওযুর সময় এক অঙ্গ শুকাবার আগেই অন্য অঙ্গ ধোয়া।
১৩. ধারাবাহিকতা রক্ষা করা
১৪. ওযুর কাজগুলো ডান দিক থেকে শুরু করা।

ওযুর নিয়ম

ওযু করার সময় ধারাবাহিকভাবে এ কাজগুলো করতে হবে।

১. প্রথমে কবজি পর্যন্ত দুহাত ধোয়া
২. কুলি করা
৩. নাক পরিষ্কার করা
৪. সমস্ত মুখ ধোয়া
৫. মাথা মাসেহ করা
৬. কানের উপর ও পিছন দিক এবং ঘাড় মাসেহ করা।
৭. গিরাসহ দু-পা ধোয়া

এই নিয়মে ওযু করতে হবে।

১.৩ গোসল

শরীর নাপাক হলে পবিত্র পানি দিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে সমস্ত শরীর ধোয়াকে গোসল বলে। ওযুর নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

'আর যদি তোমরা শারীরিকভাবে অপবিত্র হও, তবে গোসল করে ভালভাবে পবিত্র হও'। (সূরা মায়িদাহঃ আয়াত- ৬)

গোসলের ফরয

গোসলের ফরয কাজ তিনটি। যথা-

১. গড়গড়ার সাথে কুলি করা।

২. পানি দ্বারা নাকের ছিদ্র পরিষ্কার করা।

৩. সারা শরীর পানি দিয়ে এমনভাবে ধোয়া যেন মাথা থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি পশমের গোড়ায় পানি পৌঁছায় এবং মেয়েদের চুলের গোড়া ভিজে যায়।

গোসলের সুন্নাত

গোসলের সুন্নাতগুলো হল–

১. শরীরে নাপাকী থাকলে তা ধোয়া
২. লজ্জাস্থান ধোয়া
৩. দুহাত কবজি পর্যন্ত প্রথমে ধোয়া
৪. তিনবার গড়গড়া করা
৫. তিনবার নাকের মধ্যে পানি দেওয়া এবং
৬. গোসল শেষে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে পা ধোয়া।

১.৪ তাইয়াম্মুম

যদি ওযু বা গোসল প্রয়োজন হয়। আর পবিত্র পানি না পাওয়া যায়। অথবা কোন কারণে পানি ব্যবহারে অক্ষম হয়। তখন পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় যেমন- বালু, পাথর, চুনা ও সুরমা ইত্যাদি দিয়ে শরীর পবিত্র করাকে তাইয়াম্মুম বলে। মহান আল্লাহ বলেন-

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

অর্থাৎ ঃ "আর তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাতগুলো মাসেহ করে নিবে।" (সূরা আল মায়িদা ঃ আয়াত-৬)

তাইয়াম্মুমের ফরয

তাইয়াম্মুমের ফরয তিনটি। যথা-

১. নিয়াত করা অর্থাৎ মাটির সাহায্যে পবিত্রতা অর্জন করা।

২. একবার মুখমন্ডল মাসেহ করা।
অর্থাৎ মাটি বা মাটি জাতীয় কোন বস্তু অথবা মাটি ও ধুলা-বালির প্রলেপ যুক্ত কোন জিনিসের উপর দুহাত বুলিয়ে অতিরিক্ত ধুলা ঝেড়ে ফেলে উভয় হাত দ্বারা সমস্ত মুখ মুছে নেওয়া।

৩. দুহাত একবার মাসেহ করা।
অর্থাৎ দ্বিতীয়বার উপরের নিয়মে হাত বুলিয়ে প্রথমে বাম হাতের সাহায্যে ডান হাতের কনুই পর্যন্ত এবং পরে ডান হাতের সাহায্যে বাম হাতের কনুই পর্যন্ত উপর ও নিচের দিক মুছে নেওয়া।

তাইয়াম্মুম ভঙ্গের কারণ

যে সব কারণে ওযু ভঙ্গ হয় সে সব কারণে তাইয়াম্মুমও ভঙ্গ হয়। তা ছাড়া পানি পাওয়া গেলে বা পানি ব্যবহার করার সমর্থ হলেও তাইয়াম্মুম ভঙ্গ হয়। তখন ওযু বা গোসল করে পবিত্র হতে হবে। তাইয়াম্মুম করে সালাত শুরু করা হয়েছে এমন সময় পানি পাওয়া গেল এবং মুসল্লী তা জানতে পারলে সালাত ছেড়ে দিয়ে ওযু করে পুনরায় সালাত পড়তে হবে। তবে পানি পাওয়ার আগেই যদি সালাত শেষ হয়ে যায়, তবে পুনরায় তা পড়তে হবে না।

হানাফী মাযহাব মতে যে সালাতের কাযা নেই অর্থাৎ ঈদ ও জানাযার সালাত যদি আরম্ভ হয়ে যায় এবং ওযু করে এসে তা না পাওয়ার আশংকা হয়, তখন তাইয়াম্মুম করা যাবে।

১.৫ ওযু ভঙ্গের কারণ

উযু ভঙ্গের কারণসমূহ হলো-

১. পেশাব বা পায়খানার পথ দিয়ে মলমূত্র বা অন্য কোন কিছু যেমন- বায়ু, ক্রিমি ইত্যাদি বা অন্য কোন কিছু বের হলে।

২. শরীরের যে কোন স্থান হতে রক্ত বা পুঁজ জাতীয় জিনিস বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে।

৩. মুখ ভরে বমি হলে।

৪. বেহুঁশ হয়ে পড়লে।

৫. সালাতে উচ্চস্বরে হো হো করে হাসলে।

৬. শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে অথবা কোন কিছুর গায়ে ঠেস দিয়ে এমনভাবে ঘুমালে যাতে উক্ত জিনিস সরিয়ে নিলে ঘুমন্ত ব্যক্তি পড়ে যাবে।

এ সকল অবস্থা হলে ওযু বা তাইয়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পুনরায় ওযু বা তাইয়াম্মুম করে দিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.১

নৈর্ব্যক্তিক-উত্তর প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. ইবাদত অর্থ কি?
   ক. নামায পড়া খ. দরূদ পড়া
   গ. আল্লাহর হুকুম পালন করা ঘ. ওযু করা

২. তাহারাত শব্দের অর্থ-
   ক. ওযু করা খ. গোসল করা
   গ. নামায পড়া ঘ. পবিত্রতা

৩. পবিত্রতা কত প্রকার?
   ক. দুই প্রকার খ. চার প্রকার
   গ. পাঁচ প্রকার ঘ. তিন প্রকার।

৪. ওযুর ফরয কয়টি?
   ক. পাঁচটি খ. চারটি
   গ. তিনটি ঘ. সতেরটি।

৫. কোনটি ওযুর ফরয নয়?
   ক. মুখমণ্ডল ধোয়া খ. কনুইসহ দুহাত ধোয়া
   গ. হাত মাসেহ করা ঘ. গিরাগহ পা ধোয়া।

৬. ওযুর কাজগুলো কোন দিক থেকে শুরু করতে হয়?

ক. উপর থেকে
খ. ডান দিক থেকে
গ. পায়ের দিক থেকে
ঘ. বাম দিক থেকে।

৭. গোসলের ফরয কাজ কয়টি?

ক. তিনটি
খ. চারটি
গ. দুইটি
ঘ. পাঁচটি

৮. কোনটি গোসলের ফরয নয়?

ক. গড় গড়ার সাথে কুলি করা
খ. পানি দিয়ে নাকের ছিদ্র পরিষ্কার করা
গ. কনুইসহ দুই হাত ধোয়া
ঘ. সারা শরীরে পানি পৌঁছানো

৯. গোসলের সুন্নত নয় এমন কাজ?

ক. তিনবার গড়গড়া করা
খ. লজ্জাস্থান ধোয়া
গ. শরীরে নাপাকী থাকলে তা ধোয়া
ঘ. মাথা মাসেহ করা

১০. তাইয়াম্মুমের ফরয কয়টি?

ক. তিনটি
খ. চারটি
গ. পাঁচটি
ঘ. দুইটি

১১. কোন কাজটি তাইয়াম্মুমের ফরয?

ক. একবার মুখমন্ডল মাসেহ করা
খ. সারা শরীর ধোয়া
গ. মাথা মাসেহ করা
ঘ. কান মাসেহ করা।

১২. তাইয়াম্মুম করা যায় না এমন জিনিস কোনটি?

ক. মাটি
খ. বালি
গ. চুনা
ঘ. কাদা

১৩. ওযু ভঙ্গ হয় না এমন কারণ কোনটি?

ক. মুখ ভরে বমি হলে
খ. বেহুঁশ হলে
গ. সালাতে উচ্চ স্বরে হাসলে
ঘ. কাপড় খুলে গেলে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. তাহারাত বলতে কী বুঝেন? তাহারাত কত প্রকার?
২. ওযু কাকে বলে? ওযুর ফরয কয়টি ও কী কী লিখুন।
৩. ওযুর সুন্নত ও মুস্তাহাব সমূহ লিখুন।
৪. গোসল কাকে বলে গোসলের সুন্নাতসমূহ কী কী লিখুন।
৫. তাইয়াম্মুম কাকে বলে? তাইয়াম্মুমের ফরযসমূহ উল্লেখ করুন।
৬. ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ উল্লেখ করুন।

পাঠ ২ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম বলতে পারবেন।
- পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের রাকাত সংখ্যা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় বর্ণনা করতে পারবেন।

২.১ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম

দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায় করতে হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম হল- ফজর, যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশা।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের রাকআত সংখ্যা

১. **ফজর** ঃ ২ রাকআত সুন্নাতে মুয়াককাদাহ, ২. রাকআত ফরয।

২. **যুহর** ঃ ৪ রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, ৪. রাকআত ফরয, ২ রাকআত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।

৩. **আসর** ঃ ৪ রাকআত সুন্নাতে যায়িদাহ, ৪. রাক্আত ফরয।

৪. **মাগরিব** ঃ ৩ রাকআত ফরয, ২. রাক্আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, ২ রাক্আত নফল।

৫. **ইশা** ঃ ৪ রাকআত সুন্নাতে যায়িদাহ, ৪. রাক্আত ফরয, ২ রাক্আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, ৩ রাক্আত বিতর ওয়াজিব ও ২ রাক্আত নফল।

ফরয অবশ্যই আদায় করতে হবে। ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আদায় করতে হয়। সুন্নাতে যায়িদা ও নফল আদায় করলে সাওয়াব আছে, না করলে গোনাহ নেই।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের চার্ট

ক্রমিক	ওয়াক্তের নাম	কত রাকআত ফরয	কত রাকআত ওয়াজিব	কত রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	কত রাক্আত সুন্নাতে যায়িদাহ	কত রাকআত নফল	মোট রাকআত সংখ্যা
১	ফজর	২		২			৪
২	যুহর	৪		৪+২		২	১২
৩	আসর	৪			৪		৮
৪	মাগরিব	৩		২		২	৭
৫	ইশা	৪	৩(বিতরের সালাত)	২	৪	২	১৫
মোট		১৭	০৩	১২	৮	৬	৪৬
শুক্রবার	জুমুআ	২	০	৮	৬	২	১৮

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়

১. **ফজর** ঃ সুবহি সাদিক হওয়ার সাথে সাথে ফজর সালাতের সময় শুরু হয় এবং সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত এই সময় থাকে।

২. **যুহর/জুমুআ** ঃ দুপুরের সময়ে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লে যুহরের সময় শুরু হয়। আর কোন বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হলে যুহরের সময় শেষ হয়।

৩. আসর ঃ যুহরের সময় শেষ হলে আসরের সময় আরম্ভ হয়। আর সূর্য ডোবা পর্যন্ত সময় থাকে। তবে সূর্যের রং হলুদে হলে আসরের সালাত পড়া মাকরূহ।

৪. মাগরিব ঃ সূর্য ডুবে গেলে মাগরিবের সময় আরম্ভ হয়। আর পশ্চিম আকাশে লালচে রং থাকা পর্যন্ত এর সময় থাকে।

৫. ইশা ঃ মাগরিবের সময় শেষ হলে ইশার ওয়াক্ত শুরু হয়। আর তা সুবহে সাদিক এর পূর্ব পর্যন্ত থাকে।

৬. বিতর ঃ বিতর ও ইশার সালাতের সময় একই। তবে ইশার সালাতের পরে বিতর পড়তে হয়। শেষ রাতে ঘুম থেকে জাগার অভ্যাস থাকলে শেষ রাতে বিতর সালাত পড়া ভাল।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.২

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. দৈনিক কত ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয?

ক. পাঁচ ওয়াক্ত   খ. ছয় ওয়াক্ত

গ. এক ওয়াক্ত   ঘ. সতের ওয়াক্ত

২. যুহরে মোট কত রাক্‌আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ?

ক. ২   খ. ৪

গ. ৬   ঘ. ৮

৩. বিতর সালাত পড়া কি?

ক. ওয়াজিব   খ. ফরয

গ. সুন্নাত   ঘ. নফল।

সংক্ষিপ্ত উত্তর- প্রশ্ন

১. দৈনিক কত ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হয়? পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নামসহ রাকআত সংখ্যা লিখুন।

২. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের একটি চার্ট তৈরি করুন।

৩. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় বর্ণনা করুন।

পাঠ ৩ সালাতের শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- সালাতের ধর্মীয় গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- সালাতের সামাজিক শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৫.৩.১ সালাতের ধর্মীয় শিক্ষা

আল্লাহর আনুগত্য

ঈমানের পর সালাত সর্বোত্তম ইবাদত। সালাতের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে আনুগত্য ও দাসত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায়, যা অন্য কোন ইবাদতের মাধ্যমে দেখানো সম্ভব নয়। এখানে বান্দা তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এমনকি মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে তার আনুগত্য প্রকাশ করে।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়

সালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর সাথে বান্দার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। মহাবনী (স:) বলেন-

اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

"নামায মু'মিনের জন্য মি'রাজস্বরূপ"।

অপর এক হাদীসে আছে, আল্লাহ বলেন, "বান্দা যখন সিজদা করে তখন আমি তার সবচেয়ে নিকটবর্তী হই।"

জান্নাত লাভের উপায়

সালাতের মাধ্যমে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি জান্নাত লাভ করবেন। কেননা, সালাত হলো বেহেশতের চাবি। মহানবী (স:) ঘোষণা করেন-

اَلصَّلٰوةُ مِفْتَاحُ اَلْجَنَّةِ

"নামায বেহেশতের চাবি।"

চাবি ছাড়া যেমন কোন ঘরের তালা খোলা যায় না, তেমনি সালাত ছাড়া জান্নাতের তালা খোলা যাবে না। আর জান্নাতেও যাওয়া যাবে না।

আল্লাহকে স্মরণ করা হয়

সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার সুযোগ হয়। যে ব্যক্তি যত বেশি সালাত আদায় করে সে তত বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে।

মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে

সালাতের মাধ্যমেই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। মহানবী (স:) বলেছেন: "মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী হলো সালাত।"

ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ

সালাত হচ্ছে ঈমানের বাহ্যিক পরিচিতি। প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি যে ঠিকমত সালাত আদায় করে। সালাত আদায় না করে কেউ প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না। যেমন মহানবী (স:) এর ঘোষণা–

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দেয়, সে কাফির হয়ে যায়।"

সর্বোত্তম নেক আমল

সালাত আদায় করলে দ্বীন ইসলাম রক্ষিত হয়, অন্যথায় ধ্বংস হয়। মহানবী (স:) বলেন : "সালাত ধর্মের স্তম্ভ। যে ব্যক্তি সালাত প্রতিষ্ঠা করে, সে ইসলাম ধর্মকেই প্রতিষ্ঠা করল। আর যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করল সে যেন ইসলামকেই ধ্বংস করে ফেলল"। মহানবী (স:) আরও বলেন- "সময় মত সালাত আদায় করাই সর্বোত্তম কাজ"।

মানসিক পরিশুদ্ধি ও প্রশান্তি লাভ হয়

সালাতের মাধ্যমে মানসিক পরিশুদ্ধি এবং প্রশান্তি লাভ করে। কেননা সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন পূর্বশর্ত। আর সালাত আদায় করতে বাহ্যিক পবিত্রতা তথা ওযূ ও গোসল করে দৈহিক পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। তারপর জায়নামাযে দাঁড়িয়ে إِنِّىْ وَجَّهْتُ দু'আর মাধ্যমে মন হতে সকল রকম পার্থিব লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ, প্রবঞ্চনা প্রতারণা ইত্যাদি মানসিক পাপ হতে মনকে পবিত্র রাখে।

নাজাতের উপায়

সালাত আদায়কারীকে আল্লাহ দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন। মহানবী (স:) বলেন- "যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করবে কিয়ামতের দিন সেটা তার জন্য জ্যোতির দলিল এবং নাজাতের অসিলা হবে।"

৫.৩.২ সালাতের সামাজিক শিক্ষা

ধর্মীয় জীবনে সালাত যেমন ব্যক্তি চরিত্র গঠন করে, তেমনি আদর্শ সমাজ গঠনেও সালাতের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সালাত ব্যক্তিগত ইবাদত হলেও সমাজের উপর এর বিরাট প্রভাব রয়েছে। এখানে সালাতের সামাজিক শিক্ষার কিছু দিক তুলে ধরা হল:

ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি হয়

সকলে মিলে একত্র হয়ে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। দৈনিক পাঁচবার জামাআতের কারণে মুসল্লিগণ একত্রে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। একে অপরের বিপদ-আপদ, সুখ-দু:খ, রোগ-শোকের কথা জানতে পারে। ফলে একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসতে পারে।

বৈষম্য দূর হয়

মসজিদে সালাতে দাঁড়াবার স্থান কারও জন্য বরাদ্দ থাকে না। ফলে ধনী-গরিব, বাদশাহ-ফকির, চাকর-মনিব, বিদ্বান-মূর্খ, সাদা-কালো, নির্বিশেষে সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক কাতারে দাঁড়ায়। এতে ছোট-বড়, আশরাফ-আতরাফ ইত্যাদি সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্য দূর হয় এবং অতুলনীয় সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়

একই সময়ে আযান একই সময়ে সালাত এবং একই সময়ে ইমামের পেছনে সালাত আদায়ের ফলে মুমিনের মাঝে শৃঙ্খলাবোধ ও সময়ানুবর্তিতা জন্ম লাভ করে। সামাজিক কোন সমস্যা থাকলে মিলে-মিশে মীমাংসা করার প্রশিক্ষণ সালাতে পাওয়া যায়। ফলে সবাই মিলে একটি আদর্শ সমাজ গঠনে এগিয়ে আসতে পারে। যখনকার কাজ তখন করতে হয়-এ শিক্ষা আমরা সালাতের মাধ্যমে পাই।

সালাত নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়

মুসল্লিগণ যখন সালাত পড়তে দাঁড়ায়, তখন সবাই একই সাথে নিয়াত করে। তাকবীরে তাহরীমা বাঁধে। একই সাথে রুকু সিজদা করে, একই সথে সালাতের অন্যান্য কাজ ইমামের পিছনে আদায় করে। এতে সামাজিক জীবনে নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা পাওয়া যায়।

সালাত নেতা নির্বাচনে সহায়ক

সালাতে একজন ইমাম নির্বাচন করতে হয়। তাকওয়াবান- সৎ, যোগ্য এবং সর্বজন সমাদৃত ব্যক্তিকে ইমাম নির্বাচন করতে হয়। এ ব্যাপারে কোন রকম গোলমাল সৃষ্টি হয় না। জোরপূর্বক বা অযোগ্য লোককে ইমাম নির্বাচন

করা যায় না। এভাবে সালাতের মাধ্যমে সমাজের নেতা নির্বাচন ও দায়িত্বপরায়ণ হওয়ার শিক্ষা পাওয়া যায়। সালাতে ইমামের অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে নেতাকে মেনে চলার শিক্ষা মেলে।

ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের শিক্ষা দেয়

জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার মাধ্যমে সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে ঐক্য, সংহতি, সংঘবদ্ধ জীবনাবোধ তথা জামাআতি জিন্দেগির নিয়ম-কানুন। সুতরাং সালাতের মাধ্যমে সামাজিক অংগনে সংঘবদ্ধ জীবন পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া যায়। তদুপরি সাপ্তাহিক জুমআর সালাত ও বছরে দু'টি ঈদের সালাতের মাধ্যমে সমাজের আরও বৃহত্তর অংগনে জামা'আতি জিন্দেগীর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ে। সালাতে একটি সুন্দর সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার ট্রেনিং পাওয়া যায়।

সারসংক্ষেপ
কুরআন ও হাদীসের নিরিখে এবং উপরোক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বুঝা যায় যে, সালাতের ধর্মীয় ও সামাজিক সুফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, সালাত কায়েম করার জন্য আমাদের সকলের যত্নবান হওয়া অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.৩

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. কোন অবস্থাতেই কোন্ ইবাদত-ত্যাগ করা যায় না?
   ক. সাওম   খ. সালাত
   গ. হাজ্জ   ঘ. যাকাত

২. কুরআনে কোন ইবাদতের কথা বেশি উল্লেখ আছে?
   ক. সালাতের কথা   খ. সাওমের কথা
   গ. হাজ্জের কথা   ঘ. দরূদের কথা

৩. বেহেশতের চাবি কোন ইবাদত?
   ক. যাকাত   খ. সাওম
   গ. হাজ্জ   ঘ. সালাত

৪. "সালাত মুমিনের জন্য মিরাজস্বরূপ"- কার কথা?
   ক. আল্লাহর কথা   খ. রাসূলের (স) কথা
   গ. মনীষীদের কথা   ঘ কুরআনের কথা

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) ঈমানের .... সর্বোত্তম ইবাদত, সালাতের মাধ্যমে .... ও .... মধ্যে আনুগত্য প্রকাশ পায়। .... মাধ্যমেই আল্লাহর সাথে বান্দার .... সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

(খ) সালাতের মাধ্যমে মানুষ .... ও .... লাভ করে। কেননা .... জন্য পবিত্রতা অর্জন .... । সালাত আদায়কারীকে আল্লাহ .... থেকে মুক্তি দেবেন।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন।

১. সালাতের ধর্মীয় শিক্ষা আলোচনা করুন।
২. সালাতের সামাজিক শিক্ষা আলোচনা করুন।
৩. মুমিন জীবনে সালাতের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

পাঠ ৪ সালাতের ফরযসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- সালাতের আহকাম ও আরকান কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সালাতের আহকাম কয়টি এবং কী কী বলতে পারবেন।
- সালাতের আরকান কয়টি এবং কী কী বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.৪.১ সালাতের আহকাম ও আরকান

সালাত আদায় করার জন্য কতগুলো নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে। এ নিয়মের মধ্যে কিছু কাজ আছে ফরয, যা অবশ্যই পালন করতে হবে। এর যে কোন একটি ছুটে গেলে সালাত আদায় হবে না। এরকম ফরয কাজগুলো দু'ভাগে বিভক্ত, যা সালাতের আহকাম ও আরকান নামে পরিচিত। এর কতগুলো কাজ সালাত শুরু করার আগেই করতে হয়। আর কতগুলো করতে হয় সালাতের মধ্যে অর্থাৎ সালাত শুরু করার পর।

৫.৪.২ সালাতের আহকাম

যে ফরয কাজগুলো সালাত শুরু করার আগেই করতে হয়, সেগুলোকে সালাতের আহকাম বলে। এগুলোকে সালাতের শর্তও বলা হয়। এ রকম আহকাম ৭টি।

শরীর পাক হওয়া ঃ গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল এবং ওযূর প্রয়োজন হলে ওযূ অথবা অবস্থা বিশেষে তাইয়াম্মুম করে এ শর্ত পূরণ করতে হবে।

পরিধানের পোশাক-পরিচ্ছদ পাক হওয়া ঃ নামাযের সময় পোশাক পবিত্র হতে হবে। পরিধেয় কাপড় পবিত্র না থাকলে অথবা নাপাক কাপড় ধুয়ে পাক করতে করতে সালাতের সময় চলে যাওয়ার ভয় থাকলে নাপাক কাপড় পরেই সালাত আদায় করা যাবে। কাপড় একেবারে না থাকলে উলঙ্গ অবস্থায়ও সালাত পড়তে হবে। তবে এ অবস্থায় সালাত বসে পড়তে হবে।

সালাতের জায়গা পাক ঃ সালাতের জায়গা পবিত্র হতে হবে। অর্থাৎ যে স্থানে দাঁড়িয়ে সালাত পড়া হবে, সে স্থানটি পাক হতে হবে।

সতর ঢাকা ঃ সতর ঢাকা মানে পুরুষদের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা আর মহিলাদের মুখমন্ডল, হাতের কবজি এবং পায়ের পাতা ছাড়া সারা শরীর ঢেকে রাখা।

কিবলামুখী হওয়া ঃ কিবলার দিকে মুখ করে সালাত পড়তে হবে। কা'বা শরীফ দৃষ্টিসীমার মধ্যে হলে তাকে সামনে রেখে সালাত পড়তে হবে। আর যদি বহু দূরে হয় এবং চোখে দেখা না যায়, তাহলে কা'বা যে দিকে অবস্থিত সে দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে হবে। আমাদের দেশ থেকে কা'বা শরীফ পশ্চিম দিকে। তাই আমাদের কিবলা পশ্চিম দিকে।

সালাতের নিয়াত করা ঃ যে সালাত আদায় করা হবে সে সালাতের নিয়াত করা। নিয়াত অর্থ-ইচ্ছা করা। তাকবীরে তাহরীমার সময় প্রত্যেক সালাতের নিয়াত করতে হয়। যেমন ফজরের দু'রাকআত ফরয সালাত পড়ার সময় মনে মনে বলতে হবে, ''আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ফজরের দু'রাকআত ফরয সালাতের নিয়াত করলাম।'' এমনিভাবে সব সালাতের সময়েই মনে মনে নিয়াত করতে হয়।

সময়মত সালাত পড়া ঃ প্রত্যেক সালাতের জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে। মহান আল্লাহ আমাদের সময়মত সালাত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব সঠিক সময়ে সালাত পড়তে হবে।

৫.৪.৩ সালাতের আরকান

যে ফরয কাজগুলো সালাত আরম্ভ হলে সালাতের মধ্যে করতে হয় সেগুলোকে সালাতের আরকান বলে। এগুলোকে সালাতের সিফাতও বলে। সালাতের আরকান মোট সাতটি। যথাঃ

তাকবীরে তাহরীমা বা আল্লাহ আকবার বলা ঃ 'আল্লাহু আকবার' বলেই সালাত আরম্ভ করতে হয়। তাহরীমা শব্দের অর্থ হারাম করে দেওয়া বা হারাম গণ্য করা। এই তাকবীরের সাথে সাথে মুসল্লীকে দুনিয়ার সকল হালাল ব্যাপার সালাত আদায়কালীন সময়ের জন্য হারাম করে নিতে হবে। সকল দিক থেকে মনকে ফিরিয়ে মন কেবল আল্লাহর দিকেই রাখতে হয়। খানা-পিনা, কথা-বার্তা, সালাম দেওয়া-নেওয়া, চলাফেরা ইত্যাদি সবকিছু তাকবীরে তাহরীমা বলার সাথে সাথে মুসল্লীর জন্য হারাম হয়ে যায়। মুসল্লীর কাজ হয় তখন একমাত্র আল্লাহকে স্মরণ। এই জন্য একে তাকবীরে তাহরীমা বলা হয়।

কিয়াম করা বা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা ঃ পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে হবে। তবে কোন কারণে দাঁড়াতে না পারলে বসে বসে সালাত পড়া যায়। আর বসতে অক্ষম হলে শুয়ে শুয়ে ইশারায় সালাত আদায় করা যায়। নফল সালাত বিনা কারণেও বসে পড়া যায়। তবে এতে দাঁড়িয়ে পড়ার অর্ধেক সওয়াব হবে।

কিরআত পাঠ ঃ অর্থাৎ কুরআন শরীফের কিছু অংশ তিলাওয়াত করা। হানাফী মাযহাবে ছোট একটি সূরা বা ছোট তিন আয়াত বা বড় এক আয়াত পরিমাণ পড়লে ফরয আদায় হয়ে যায়।

রুকু করা ঃ রুকু অর্থ অবনত হওয়া। দুহাতের তালু হাঁটুর উপর রেখে হাঁটু ধরে কোমর পিঠ ও মাথা যতটুকু পারা যায় সামন ভাবে রেখে সামনের দিকে ঝোকানোকে রুকু বলা হয়।

সিজদা করা ঃ সিজদার সময় কপাল ও নাক মাটিতে রাখা ফরয।

শেষ বৈঠক ঃ যে বৈঠকের মধ্যে তাশাহুদ ও দরূদ পাঠের পর সালাম ফিরায়ে সালাত শেষ করা হয়, সেটাকে শেষ বৈঠক বলা হয়।

সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা ঃ সালাত সব রাকআত পড়ার পর শেষ বৈঠকে তাশাহদ। দরূদ, দুআ মাসুরা ইত্যাদি পাঠ শেষ করে কোন কাজ করার মাধ্যমে সালাত শেষ করা ফরয। এ ক্ষেত্রে সাধারণত সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা উত্তম।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.৪

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. যে ফরয কাজগুলো সালাত শুরু করার আগেই করতে হয়, সেগুলোকে বলা হয়-

ক. সালাতের আরকান	খ. সালাতের আহকাম

গ. সালাতের ওয়াজিব	ঘ. সালাতের সিফাত

২. যে ফরয কাজগুলো সালাতের মধ্যে করতে হয়, সেগুলোকে বলা হয়-

ক. সালাতের আরকান	খ. সালাতের আহকাম

গ. রুকু	ঘ. সিজদা

৩. কোন্ কাজটি সালাতের আহকামের মধ্যে নয়?

ক. শরীর পাক	খ. পোশাক পাক

গ. জায়গা পাক	ঘ. সিজদা

৪. সালাতের আহকাম ও আরকান কয়টি?

ক. ১৩টি　　খ. ১৪টি

গ. ৫টি　　ঘ. ২টি

৫. 'সালাতের আহকাম' কে আর কি বলা হয়?

ক. সালাতের শর্ত　　খ. সালাতের সিফাত

গ. সালাতের ওয়াজিব　　ঘ. সালাতের ফরয

৬. সালাতের নিয়াত করা কি?

ক. ফরয　　খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত　　ঘ. নফল

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) সালাত আদায় করার জন্য কতগুলো .... রয়েছে। সালাতের আহকাম ...টি। কিবলার দিকে ... করে .. পড়তে হবে। সালাতের আরকান .....টি।

৩। সংক্ষেপে উত্তর দিন।

ক. সালাতের আহকাম কাকে বলে?

খ. সালাতের আরকান কাকে বলে?

গ. সালাতের আহকাম কয়টি?

ঘ. সালাতের আরকান কয়টি?

পাঠ ৫ সালাতের ওয়াজিবসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- সালাতের ওয়াজিব বর্ণনা করতে পারবেন।
- সালাতের ওয়াজিব কয়টি এবং কী কী তা বলতে পারবেন।

৫.৫.১ সালাতের ওয়াজিব

ওয়াজিব মানে অবশ্য করণীয় কাজ। ফরযের পরই ওয়াজিবের স্থান। সালাতের মধ্যে এমন কতগুলো কাজ আছে, ইচ্ছা করে এর যে কোন একটি বাদ দিলে সালাত আদায় হয় না। পুনরায় একই সালাত পড়তে হয়। তবে ভুলবশত এর কোন ওয়াজিব বাদ পড়ে গেলে দুটি সাহু সিজদা দিতে হবে। এতে সালাত আদায় হয়ে যাবে। এ ধরনের কাজগুলোকে ওয়াজিব বলা হয়। সালাতে ওয়াজিব কাজের সংখ্যা ১৪টি।

৫.৫.২ সালাতের ওয়াজিবসমূহ

১ প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া।

২. ফরয সালাতের প্রথম দু'রাকআতে কিরাআত পড়া।

৩. সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা বা কুরআনের কিছু অংশ পড়া। অর্থাৎ কমপক্ষে তিনটি ছোট আয়াত বা একটি বড় আয়াত পড়া।

৪. কাওমা করা, অর্থাৎ রুকু করার পর উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৫. দু'সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।

৬. তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতে দু'রাকআতের পর বসা।

৭. তাশাহুদ পড়া অর্থাৎ তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতের প্রথম দুরাকআতের পর বসা এবং শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া।

৮. মাগরিব, ইশা, জুমুআ, ঈদ ও তারাবীহ প্রভৃতি সালাতে ইমামের কিরআত উচ্চৈঃস্বরে পড়া, আর যুহর ও আসরসহ অন্যান্য সালাতে কিরআত নিরবে পাঠ করা।

৯. বিতর সালাতে দুআ কুনূত পাঠ করা।

১০. সালাতের রুকনগুলোর তারতিব বা ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা। যেমন প্রথমে কিরাআত তারপর রুকু এবং পরে সিজদা করা।

১১. 'তা'দীলুল আরকান' বা সালাতে করণীয় কাজগুলো থেমে থেমে বা ধীরস্থিরভাবে আদায় করা।

১২. দুই ঈদের সালাতে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা।

১৩. জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার সময় ইমামের অনুসরণ করা।

১৪. সালাত শেষে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ বলে সালাত থেকে বের হওয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৫

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. ওয়াজিব অর্থ কি?

ক. অবশ্যকরণীয় খ. করণীয়

গ. উচিত ঘ. কর্তব্য

২. ফরযের পর কিসের স্থান?

ক. নফলের　　খ. সুন্নাতের

গ. ওয়াজিবের　　ঘ. মুস্তাহাবের

৩. সালাতে ভুলবশত কোন ওয়াজিব কাজ ছুটে গেলে কি করতে হবে?

ক. দুটি সাহু সিজদা দিতে হবে

খ. সালাত পুনরায় পড়তে হবে

গ. সালাতের কোন ক্ষতি হবে না

ঘ. কিছু করতে হবে না।

৪. সালাতে কোন কাজটি ওয়াজিব নয়?

ক. সূরা ফাতিহা পড়া　　খ. কাওমা করা

গ. বিতর সালাতে দুআ কুনূত পড়া　　ঘ. রুকু করা

২। এক কথায় উত্তর দিন।

ক. ওয়াজিব অর্থ কী?

খ. শরীআতে ফরযের পর কিসের স্থান?

গ. সালাতে ওয়াজিব কাজের সংখ্যা কয়টি?

ঘ. সালাতের প্রত্যেক রাকআতে কী পড়া ওয়াজিব?

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন।

ক. ওয়াজিব কাকে বলে? সালাতে ওয়াজিব কয়টি ও কী কী? সালাতের ওয়াজিবগুলো লিখুন। (৭.৬.১ ও ৭.৬২)

পাঠ ৬ সালাত আদায়ের নিয়ম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায় করার নিয়ম বলতে পারবেন।
- তিন ও চার রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- সালাতে পঠনীয় তাসবীহ্, তাশাহুদ, দরুদ, দু'আ মাছুরা বলতে পারবেন।

৫.৬.১ সালাত আদায়ের নিয়ম

সালাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সালাত পড়ার নিয়ম-কানুন খুব ভালভাবে শিখে নিয়ে নিয়মিত ভাবে সালাত আদায় করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমান নর-নারীর অবশ্য কর্তব্য।

৫.৬.২ দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

প্রথমে ওযু করে পবিত্র জায়গায় কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হবে। তারপর নিয়াত করে দু'হাত কান পর্যন্ত তুলে তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' বলে নাভির নিচে বাম হাতের উপর ডান হাত বাঁধতে হবে। মহিলাগণ হাত বাঁধবে বুকের উপর। এরপর ছানা পড়তে হবে।

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণঃ সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবারাকাসমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র। তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা। তোমার নাম বরকতময়। তুমি অতি মহান। তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তারপর-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ- "আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দাতা আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি- বলে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। সূরা ফাতিহা পড়ে 'আমীন' বলতে হবে। এরপর অন্য কোন সূরা বা সূরার কিছু অংশ পাঠ করতে হবে। বড় হলে এক আয়াত। ছোট হলে তিন আয়াত পরিমাণ পড়তে হবে।

এরপর 'আল্লাহু আকবর' বলে রুকু করতে হবে। দু'হাতের পাঞ্জা দ্বারা দুহাঁটু ধরে মাথা ঝোঁকানোর নাম রুকু। রুকুতে কমপক্ষে তিনবার "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" অর্থাৎ আমার প্রভু মহামহিমের পবিত্রতা ঘোষণা করছি" পড়তে হবে।

এরপর "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" "যে কেউ আল্লাহর প্রশংসা করে, তা আল্লাহ শোনেন।" বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে "রাব্বানা লাকাল হামদ" অর্থাৎ "হে আমাদের প্রভু! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা।"

তারপর সিজদায় যেতে হবে। সিজদায় গিয়ে কমপক্ষে তিনবার "সুবহানা রাব্বিয়াল আলা" অর্থাৎ "সুমহান আমার প্রভুরই পবিত্রতা ঘোষণা করছি" বলতে হবে। এপর "আল্লাহু আকবার" বলে সোজা হয়ে বসতে হবে। আবার "আল্লাহু আকবার" বলে দ্বিতীয় সিজদায় যেতে হবে এবং তাসবীহ পড়তে হবে।

তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এভাবে প্রথম রাকআত শেষ হবে।

প্রথম রাকআতের ধারাবাহিক কাজগুলো,

১. নিয়াত করা।
২. কান পর্যন্ত হাত তোলার পর নাভীর নিচে হাত বাঁধা, তবে মহিলাগণ হাত বাঁধবে বুকের উপর।
৩. ছানা পড়া এবং তারপর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়া।
৪. সূরা ফাতিহা পড়া।
৫. অন্য সূরা বা আয়াত পড়া।
৬. রুকু করা ও তাসবীহ পড়া।
৭. রুকু থেকে উঠতে দুআ পড়া।
৮. দাঁড়িয়ে দুআ পড়া।
৯. সিজদা করা ও তাসবীহ পড়া।
১০. সিজদা থেকে বসা।
১১. আবার সিজদা করা ও তাসবীহ পড়া।
১২. সিজদা থেকে দাঁড়ান।

দ্বিতীয় রাকআতের নিয়ম

এখন দ্বিতীয় রাকআত শুরু হল।

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বলে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। এরপর অন্য কোন সূরা বা কোন সূরার কিছু অংশ পড়তে হবে। তারপর প্রথম রাকআতের ন্যায় রুকু ও সিজদা করতে হবে। এরপর হাঁটুর উপর হাত রেখে স্থির হয়ে বসে তাশাহদ, দরুদ, দুআ মাসুরা পড়ে প্রথমে ডানদিকে পরে বাম দিকে সালাম ফেরাতে হবে। এভাবে দুরাকয়াত বিশিষ্ট সালাত শেষ হবে।

দ্বিতীয় রাকয়াতের ধারাবাহিক কাজ

১. নাভীর নিচে হাত বাঁধা, মহিলাগণ হাত বাঁধবে বুকের উপর।
২. সূরা ফাতিহা পড়া।
৩. অন্য সূরা বা আয়াত পড়া।
৪. রুকু করা ও তাসবিহ পড়া।
৫. রুকু থেকে উঠতে দুআ পড়া।
৬. দাঁড়িয়ে দুআ পড়া।
৭. সিজদা করা ও তাসবীহ পড়া।
৮. সিজদা থেকে বসা।
৯. দুই সিজদার মাঝখানে একটু স্থির হয়ে বসা।
১০. আবার সিজদা করা ও তাসবীহ পড়া।
১১. সিজদা থেকে উঠার পর বসে আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ ও দুআ মাসুরা পড়া।
১২. ডানে ও বামে সালাম ফেরানো।
১৩. মুনাজাত করা।

তিন ও চার রাকয়াত বিশিষ্ট সালাতের নিয়ম

তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতে দুই রাকয়াতের পর বসে তাশাহদ পাঠ করে "আল্লাহু আকবার" বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। সালাত ফরয হলে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পড়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করে আগের নিয়মে রুকু ও সিজদা করতে হবে অর্থাৎ ফরয সালাতে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকয়াতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা বা আয়াত মিলাতে হবে না। সালাত সুন্নাত হলে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা বা সূরার কিছু আয়াতের অংশ পড়তে হবে। সালাত তিন রাকআত বিশিষ্ট হলে তৃতীয় রাকআতে আর চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতে চতুর্থ রাকআতে রুকু সিজদার পর বসে তাশাহুদ, দরুদ এবং দুআ মাসুরা পাঠ করে সালাম ফেরাতে হবে।

জামাআতে সালাত আদায়ের নিয়ম

উপরে বর্ণিত নিয়ম হল একাকী সালাত আদায়ের। জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করলে ইমাম সূরা, কিরআত এবং অন্যান্য তাসবিহ পাঠ করবেন। মুকতাদীকে সূরা কিরআত পড়তে হয় না। অবশ্য অন্যান্য তাসবীহ-তাহলীল পড়তে হয়।

৫ .৬.৩ তাশাহুদ, দরুদ শরীফ ও দুআ মাসুরা

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ-

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ-

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ-

উচ্চারণঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্‌সালাওয়াতু ওয়াত তায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ ঃ সমস্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা, সকল ইবাদত এবং সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর তরফ হতে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর অন্যান্য নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স:) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল।

৫.৬.৪ দরুদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আ-লি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আ-লি-মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ-লা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ : হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (স:) এবং তাঁর বংশধরগণের উপর রহমত নাযিল করুন, যেমন ইবরাহীম (আ:) ও তাঁর বংশধরগণের উপর রহমত নাযিল করেছিলে। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত এবং মহাসম্মানের অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (স:) এবং তাঁর বংশধরের উপর বরকত নাযিল করুন, যেমন ইবরাহীম (আ:) ও তাঁর বংশধরের উপর বরকত নাযিল করেছিলেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত এবং মহাসম্মানের অধিকারী।

৫.৬.৫ দুআ মাসুরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ

مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

উচ্চারণ : আল্লাহুমা ইন্নী জালামতু নাফসী জুলমান কাসীরাও ওয়ালা ইয়াগফিরুয্‌যুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম।

অর্থ: হে আল্লাহ ! আমি আমার নিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছি, অনেক গোনাহ করেছি। তুমি ছাড়া গোনাহ মাফ করার আর কেউ নেই। অতএব, তুমি আমার সব গোনাহ মাফ করে দাও। আমার উপর রহমত নাযিল কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৫.৬.৬ সালাম

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

অর্থ- আপনাদের উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.৬

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. সালাত পড়া কার উপর অবশ্য কর্তব্য?
   ক. মুসলমানদের   খ. প্রত্যেক বয়স্ক মুসলমানের
   গ. প্রত্যেক সামর্থ্যবান লোকের   ঘ. প্রত্যেক মানুষের

২. সালাত আদায় করতে হবে কোন দিকে ফিরে?
   ক. পশ্চিম দিকে   খ. কিবলামুখী হয়ে
   গ. আকাশের দিকে   ঘ. আরশের দিকে

৩. সিজদার তাসবীহ হল-
   ক. আল্লাহু আকবার   খ. সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা
   গ. রাব্বানা লাকাল হামদ   ঘ. সুবহানা রাব্বিয়াল আলা

৪. তিন রাকয়াত বিশিষ্ট ফরয সালাতের তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে-
   ক. অন্য সূরা মেলাতে হয়   খ. অন্য সূরা মেলাতে হয় না
   গ. দুআ কুনূত পড়তে হয়   ঘ. দুআ মাসুরা পড়তে হয়

৫. ইমামের পেছনে মুকতাদিগণ-
   ক. সূরা কিরাআত পড়তে হয়   খ. তাসবিহ তাহলিল পড়তে হয়
   গ. শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে হয়   ঘ. কিছুই পড়তে হয় না।

শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি ..... ছাড়া আর কোন .... নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি .... আল্লাহর ..... এবং ....।

খ. আমি আমার নিজের উপর .... করেছি। অনেক .... করেছি। তুমি আমার মত গুনাহ .... করে দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম লিখুন। (৭.৪.১ ও ৭.৪৩)

২. প্রথম রাকআতের ধারাবাহিক কাজগুলো লিখুন। (৭.৪.২)

৩. তিন ও চার রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম লিখুন। (৭.৪.৪)

পাঠ ৭ সালাতুল ঈদাইন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- সালাতুল ঈদাইন বা দু'ঈদের সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ঈদুল ফিতর কি, তা বলতে পারবেন।
- ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের নিয়ম উল্লেখ করতে পারবেন।
- ঈদের সালাতে খুতবা দান ও শোনার গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবেন।
- ঈদুল আযহার বর্ণনা দিতে পারবেন।

৫.৭.১ সালাতুল ঈদাইন

সালাতুল ঈদাইন বলতে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা-এ দুই ঈদের সালাতকে বোঝায়। ঈদ অর্থ হল- খুশি। মহানবী (স:) বলেন- ''প্রত্যেক জাতির উৎসব আছে। আমাদের উৎসব হল ঈদ।''

আর বিশ্বের মুসলমানরা বছরে দুটি ঈদ উৎসব পালন করে থাকেন। এ দুটি আমাদের জাতীয় উৎসব। ঈদ শুধু আনন্দ অনুষ্ঠানই নয়। ঈদ ইসলামের বার্ষিক সামাজিক পবিত্র ইবাদত অনুষ্ঠানও বটে।

৫.৭.২ ঈদুল ফিতর

ঈদ অর্থ খুশি বা আনন্দ। আর ফিতর মানে ভঙ্গ করা। অতএব 'ঈদুল ফিতর' মানে হল, সাওম ভঙ্গ করার আনন্দ। রমযানের একমাস সিয়াম (রোযা) পালনের পর শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে ঈদুল ফিতর অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র রমযান মাস কষ্ট করে সিয়াম রাখার পর এইদিন আমরা সিয়াম (রোযা) ভঙ্গ করি। কাজেই এই দিনটি মহা আনন্দের।

মহানবী (স:) বলেন-
''ঈদুল ফিতরের দিন আল্লাহ রোযাদার বান্দাদের সব গুনাহ মাফ করে দেন। শুধু তাই নয়, আল্লাহ তাদের গুনাহগুলো বদলিয়ে নেকীতে পূর্ণ করেন।''
তাই মুসলমানদের জন্য এ দিনটি এত আনন্দের।

৫.৭.৩ ঈদের সালাত পড়ার নিয়ম

রমযান মাসের সিয়াম সাধনা শেষে শাওয়াল মাসের **১** তারিখে ঈদুল ফিতরের সালাত আদায় করতে হয়। এ দিন জামায়াতের সাথে দুই রাকাত সালাত আদায় করা ওয়াজিব। সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুরের আগ পর্যন্ত কোন এক সময় এ সালাত আদায় করতে হয়। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র হয়ে সুন্দর পরিপাটি জামা-কাপড় পরিধান করা এবং আতর-খুশবু লাগিয়ে কিছু মিষ্টান্ন আহার করা সুন্নত। তারপর সাদকাতুল ফিতর আদায় করে **তাকবীর** বলতে বলতে ঈদগাহে গমন করতে হয়। ঈদের তাকবীর হলো-

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ।

অর্থঃ আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

সালাতের নিয়াত

ছয় তাকবীরের সথে দু'রাকআত ঈদুল ফিতরের ওয়াজিব সালাত কিবলামুখী হয়ে আদায় করছি।

তারপর তাকবীরে তাহরীমা বলে অন্যান্য সালাতের ন্যায় হাত বাঁধতে হবে। প্রথম রাকাতে ছানা পাঠ করে অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলতে হবে। প্রথম দু'তাকবীর বলার সময় দু'হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে ছেড়ে দিতে হবে এবং তৃতীয় তাকবীর বলার পর হাত না ছেড়ে তাহরীমা বাঁধতে হবে। প্রত্যেক তাকবীর বলার পর তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা যায় এ পরিমাণ সময় থামতে হবে।

তারপর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা বা সূরার অংশ পাঠ করবে। অন্যান্য সালাতের ন্যায় রুকু সিজদা করে প্রথম রাকআত শেষ করতে হবে। দ্বিতীয় রাকআতে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা বা সূরার অংশ পাঠ করে অতিরিক্ত **তিন তাকবীর** বলে যথারীতি রুকু সিজদা করে অন্যান্য সালাতের মতই সালাত শেষ করতে হবে।

৫.৭.৪ খুতবা দান ও শোনা

সালাত শেষে ইমাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে দুটি খুতবা দান করবেন। মুক্তাদীগণ তা মনোযোগ সহকারে শুনবেন। ঈদের খুতবা দেওয়া এবং শোনা ওয়াজিব। খুতবা শেষে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর ইহকালীন এবং পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করতে হয়। অবশেষে গভীর ঐকান্তিকতার সাথে পরস্পর মুসাফাহা-মুআনাকা তথা প্রীতি কোলাকুলি করে পরস্পরের কুশল কামনা ও তাকবীর বলতে বলতে বাড়িতে ফিরতে হয়।

৫.৭.৫ ঈদুল আযহা

ঈদ অর্থ আনন্দ। আর আযহা অর্থ কুরবানি। কাজেই ঈদুল আযহা অর্থ, **কুরবানির আনন্দ।** মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ:) ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ:) এর আত্মনিবেদন তথা কুরবানি করার ঐতিহাসিক স্মৃতির স্মরণে প্রতি বছর মুসলিম জাতি পশু কুরবানি ও দু'রাকআত সালাত আদায় করে। এ কুরবানি উপলক্ষে যে ঈদ বা খুশি তাই হলো ঈদুল আযহা। যিলহাজ্জ মাসের ১০ তারিখে সকল মুসলমান ঈদগাহে সমবেত হয়ে দু'রাকাত ঈদুল আযহার সালাত আদায় করে। ঈদুল ফিতরের সালাতের মতই এ সালাত পড়তে হয়। তবে নিয়াতের ক্ষেত্রে ঈদুল ফিতরের স্থলে ঈদুল আযহা বলতে হবে।

৯ই যিলহাজ্জের ফজর থেকে ১৩ই যিলহাজ্জের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতের পর উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পড়া ওয়াজিব। একে 'তাকবীরে **তাশরীক**' বলে।

ঈদুল আযহার সালাত শেষে সামর্থ্যবান মুসলমানের উপর পশু কুরবানি করা ওয়াজিব। মহানবী (স:) বলেন-

"যে ব্যক্তি খুশি মনে কুরবানি করবে, সে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাবে"। তিনি আরও বলেন-

''কুরবানির পশুর প্রত্যেকটি পশমের বিনিময়ে তোমরা একটি করে নেকী পাবে''।

ঈদুল আযহার দিন সালাত ও কুরবানি শেষ করার পর খাওয়া সুন্নাত। আর ঈদুল ফিতরে সালাতের আগে খাওয়া সুন্নাত।

সারাংশ

সালাতুল ঈদাইন মানে দুই ঈদের সালাত। মুসলমানরা বছরে দুটো ঈদ পালন করে থাকে। একমাস সিয়াম সাধনার পর ঈদুল ফিতর আর যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখে ঈদুল আযহা পালন করা হয়। ঈদ মুসলমানদের জাতীয় উৎসব। এটা ইবাদাত অনুষ্ঠান এবং ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.৭

নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপ্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে (✓) টিক চিহ্ন দিন-

১. সালাতুল ঈদাইন অর্থ কি?

ক. দু'ঈদের সালাত   খ. ঈদুল ফিতরের সালাত

গ. ঈদের সালাত   ঘ. ঈদের দুআ

২. মহানবী (স) বলেছেন, প্রত্যেক জাতির উৎসব আছে, আমাদের উৎসব হচ্ছে-

ক. জুমুআর সালাত   খ. আরবি নববর্ষ

গ. ঈদ   ঘ. একুশে ফেব্রুয়ারি

৩. ঈদুল ফিতর মানে-

ক. রোযা ভঙ্গের আনন্দ   খ. ফিতরা দানের আনন্দ

গ. খুশির আনন্দ   ঘ. ঈদের আনন্দ

৪. ঈদুল ফিতর আদায় করতে হয়-

ক. মুহররম মাসের ১০ তারিখ   খ. ১ শাওয়াল

গ. যিলহাজ্জ মাসের ১০ তারিখ   ঘ. রমযান মাসের ৩০ তারিখ

৫. ঈদুল আযহা মানে-

ক. কুরবানির আনন্দ   খ. গোশত খাওয়ার আনন্দ

গ. পশু জবাই করার আনন্দ   ঘ. নববর্ষের আনন্দ

এক কথায় উত্তর দিন

ক. সালাতুল ঈদাইন কি?

খ. ঈদুল ফিতর কখন হয়?

গ. ঈদের সালাতে খুতবা দেওয়া ও শুনা কি?

ঘ. ঈদুল আযহা কখন হয়?

ঙ. ঈদ অর্থ কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ঈদুল ফিতর কী? ঈদুল ফিতর-এর সালাত আদায় করার নিয়ম লিখুন।

২. ঈদুল আযহা কী? ঈদুল আযহার করণীয় কাজগুলো এবং এর ফযীলত বর্ণনা করুন।

পাঠ ৮ সালাতুল জুমুআ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- জুমুআর সালাত কী তা বলতে পারবেন
- জুমুআর সালাত কত রাকআত তা বর্ণনা করতে পারবেন
- জুমুআর সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন
- জুমুআর সালাত সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলি বর্ণনা করতে পারবেন
- জুমুআর সালাতের ফযীলত সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

৫.৮.১ জুমুআর সালাত

জুমুআর সালাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ন্যায় জুমুআর সালাত আল্লাহ্ তাআলা সক্ষম মুসলমানদের উপর ফরয করে দিয়েছেন। সপ্তাহের শুক্রবার দিন যুহরের সময়ে যুহর সালাতের পরিবর্তে জুমুআর সালাত জামাআতের সাথে আদায় করতে হয়। কোন কারণে জুমুআর সালাত জামাআতে আদায় করতে না পারলে যুহরের সালাত আদায় করতে হয়। এ সালাতের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি, সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়; হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভাব ক্রমবিকাশ লাভ করে।

৫.৮.২ জুমুআর সালাতের রাকআত সংখ্যা

জুমুআর সালাত সর্বমোট	১৮ রাকআত,
১. ফরয	২ রাকআত
২. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা	৮ রাকআত
৩. সুন্নাতে যায়িদা	৬ রাকআত
৪. নফল	২ রাকআত

৫.৮.৩ জুমুআর সালাত আদায়ের পদ্ধতি

প্রথমত: দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল অযু

জুমুআর সালাতের ওযু করে প্রথমে দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল ওযুর সুন্নাত সালাত পড়তে হয়। যদি বাড়িতে ওযু করা হয়, তবে এ দু'রাকআত বাড়িতেই পড়তে হয়, তবে মসজিদে গিয়ে পড়লেও অসুবিধা হয় না। এটি সুন্নাতে যায়িদা। সাধারণ নিয়মে পড়তে হবে।

দ্বিতীয়ত: দু'রাকআত দুখুলুল মাসজিদ

এরপর দু'রাকআত দুখুলুল মাসজিদের সালাত মসজিদে ঢোকার পর আদায় করতে হয়। এটাও সুন্নাতে যায়িদা। সাধারণ নিয়মেই পড়তে হয়।

তৃতীয়ত: চার রাকআত কাবলাল জুমুআ

জুমুআর প্রথম আযানের পর চার রাকআত কাবলাল জুমুআ পড়তে হয় এ সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

চতুর্থত: ২টি খুতবাদান ও শ্রবণ

অতপর দ্বিতীয় আযানের পর ইমাম দাঁড়িয়ে পর পর দুটি খুতবা দান করবেন। আর মুকতাদীগণ খুব মনোযোগের সাথে চুপ করে খুতবা শুনবেন। খুতবা শোনা ওয়াজিব।

পঞ্চমত: দু'রাকআত জুমুআর ফরয

খুতবা দান শেষ হলে ইমামের পেছনে দু'রাকআত ফরয সালাত আদায় করতে হয়। উভয় রাকআতে ইমাম সাহেব উচ্চঃস্বরে কিরআত পাঠ করবেন।

ষষ্ঠত: চার রাকআত বাদাল জুমুআ

অত:পর চার রাকআত বাদাল জুমুআ আদায় করতে হবে। এ সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

সপ্তমত: দু'রাকআত সুন্নাতুল ওয়াকত

তারপর সুন্নাতুল ওয়াকত নামক দু'রাকআত সুন্নাত সালাত পড়তে হয়। এটা সুন্নতে যায়িদা।

অষ্টমত: দু'রাকাআত নফল

সর্বশেষ দু'রাকআত নফল সালাত পড়তে হয়।

এই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে জুমুআর সালাত আদায় করতে হয়। এ সালাত পড়ার বিশেষ কোন নিয়ম নেই। সাধারণ সালাত আদায় করতে যে নিয়ম অনুসরণ করতে হয় এ সালাতও সে নিয়মেই পড়তে হয়।

৫.৮.৪ জুমুআর সালাত সহীহ হওয়ার শর্তাবলি

জুমুআর সালাত সহীহ হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত আছে। এগুলো না থাকলে জুমুআর সালাত সহীহ বা শুদ্ধ হয় না।

১. বৈধস্থান

মুসলিম অধ্যুষিত শহর অথবা শহরের মত জনবহুল গ্রাম হতে হবে। শহরের পর্যায় পড়ে না এমন ছোট পল্লী, বিচ্ছিন্ন লোকালয়, নদী, সাগরের মধ্যে জুমুআর সালাত পড়া বৈধ নয়।

২. যুহরের সালাতের ওয়াক্ত হওয়া

যুহরের সালাতের সময়ের আগে অথবা পরে জুমুআর সালাত পড়া বৈধ নয়। জুমুআর সালাতের কাযা নেই। তাই কোন কারণে জুমুআর সালাত পড়তে না পারলে যুহরের সালাত পড়তে হয়।

৩. খুতবা দান করা

জুমুআর সালাতের অন্যতম শর্ত হচ্ছে দুটি খুতবা বা ভাষণ দান করা। প্রথম খুতবায় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, রাসূল (স:) এর প্রতি দরূদ-সালাম এবং উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে ইসলামী জীবনব্যবস্থায় চলার মতো উপদেশ ও অন্যান্য জরুরি জানার বিষয় থাকতে হবে।

দ্বিতীয় খুতবায় আল্লাহর প্রশংসা, রাসূল (স:) এর প্রতি দরূদ, সাহাবায়ে কিরামের যুগ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশ্ব মুসলিমের জন্য দু'আ থাকবে। খুতবা হবে আরবি ভাষায়।

৪. সালাতের আগে খুতবা দান

জুমুআর সালাতের খুতবা ২ রাকআত ফরয সালাতের আগে দিতে হবে। সালাতের পরে খুতবা দিলে সালাত শুদ্ধ হবে না।

৫. যুহরের সময়ের মধ্যে খুতবাদান

জুমুআর খুতবা দান যুহরের সালাতের সময়ের মধ্যে হতে হবে। যুহরের সময়ের আগে বা পরে দিলে সালাত হবে না।

৬. জুমুআর জামাআত হওয়া

জুমুআর সালাতের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত ইমাম ব্যতীত এমন দুজন মুসল্লী অবশ্যই থাকতে হবে, যাদের উপর জুমুআর সালাত ফরয।

৭. সাধারণের প্রবেশাধিকার

যে স্থানে জুমুআর সালাত পড়া হবে সে স্থানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। গোপনভাবে কিংবা কোন গোপন স্থানে অথবা সর্বসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ বা বিশেষ কোন সংরক্ষিত এলাকায় জুমুআর সালাত আদায় করা বৈধ নয়।

৮. শাসকের উপস্থিতি

জুমুআর সালাতের জন্য আরো একটি শর্ত হচ্ছে বাদশাহ তথা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক বা তাঁর নিযুক্ত প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা। জুমুআর সালাত একটি সামাজিক ইবাদত। কাজেই এই শর্তাবলি যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই জুমুআর সালাত আদায় করা বৈধ।

৫.৮.৫ জুমুআর সালাতের ফযীলত

জুমুআর সালাত ফরযে আইন। কোন ব্যক্তি যদি এর ফরয হওয়ার কথা অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির ও বেঈমান হয়ে যাবে। আর শরীআত সম্মত কোন কারণ ব্যতীত এ সালাত পরিত্যাগকারী ফাসিক হবে। এ সালাত আদায়কারী অফুরন্ত সাওয়াবের অধিকারী হবে এবং পরিত্যাগকারী গোনাহগার হবে এবং কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

জুমুআর সালাত মুমিন জীবনে যে অফুরন্ত কল্যাণ বয়ে আনে সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

"হে ঈমানদারগণ! যখন জুমুআর দিন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহর স্মরণ তথা সালাতের দিকে দৌঁড়ে এসো। বেচা-কেনা বন্ধ রাখ, এতেই তোমাদের কল্যাণ, যদি তোমরা বুঝতে পারো।" (সূরা জুমুআ:৯)

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, মহানবী (স) জুমুআর সালাতের পুরস্কার সম্পর্কে বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে সর্বপ্রথম মসজিদে প্রবেশ করে ফেরেশতারা তাঁর আমলনামায় একটি উট কুরবানির সওয়াব লিখে থাকেন। তারপর যে ব্যক্তি প্রবেশ করে ফেরেশতারা তার আমলনামায় একটি গরু কুরবানির সওয়াব লিখে থাকেন। তারপর যে ব্যক্তি প্রবেশ করে, ফেরেশতারা তার আমলনামায় একটি বকরি কুরবানির সওয়াব লিখে থাকেন। তারপর যে আসে ফেরেশতারা তাঁদের আমলনামায় যথাক্রমে মোরগ ও ডিম সদকা করার সওয়াব লিখে থাকেন। এমনিভাবে ফেরেশতারা মসজিদে প্রবেশকারী ব্যক্তিদের নামে সওয়াব লিখতে থাকেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত ইমাম খুতবা পাঠের জন্যে দণ্ডায়মান হন। ইমাম খুতবা পাঠ শুরু করলে ফেরেশতারা লিখা বন্ধ করে খুতবা শুনতে থাকেন।"

মহানবী (সঃ) বলেন-

"যারা জুমুআর সালাতে আসে না, আমার ইচ্ছা হয় তাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেই।"

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.৮

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. জুমুআর সালাত কোন দিন কখন পড়তে হয়?

ক. ঈদের দিন যুহরের সময় খ. শুক্রবার যুহরের সময়
গ. কদরের রাতে ঘ. মুহাররমের দশ তারিখে

২. জুমুআর সালাত কোন সালাতের পরিবর্তে পড়তে হয়?

ক. তারাবির সালাতের খ. ইশার সালাতের
গ. বিতর সালাতের ঘ. যুহরের সালাতের

৩. জুমুআর ফরয সালাত কত রাকআত?

ক. ৪ রাকআত খ. ২ রাকআত
গ. ২০ রাকআত ঘ. ৩ রাকআত

৪. জুমুআর খুতবা শ্রবণ করা কি?

ক. ওয়াজিব খ. ফরয
গ. সুন্নাত ঘ. নফল

৫. জুমুআর দিন সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে সর্বপ্রথম প্রবেশকারীর আমলনামায় কিসের সওয়াব লিখা হবে?

ক. বকরী দান করার খ. গরু কুরবানির

গ. মোরগ কুরবানির ঘ. উট কুরবানির

৬. জুমুআর জামাআত হওয়ার জন্য কতজন মুসল্লি উপস্থিত হওয়া শর্ত?

ক. ইমাম ছাড়া দুজন খ. ইমাম ছাড়া চারজন

গ. ইমাম ছাড়া একজন ঘ. অগণিত

শূন্যস্থান পূরণ

ক. জুমুআর সালাত ....। কোন ব্যক্তি যদি এর ফরয হওয়ার কথা অস্বীকার করে তা হলে সে .... ও ..... হয়ে যাবে। এ সালাত আদায়কারী .... অধিকারী হতে।

খ. যারা .... সালাতে আসে না। আমার ইচ্ছা করে তাদের ঘরবাড়ি............. দেই।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. জুমুআর সালাত কী? এ নামায কত রাকআত? বর্ণনা করুন।

২. জুমুআর সালাত আদায় করার পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে লিখুন।

৩. জুমুআর সালাতের ফযিলত বর্ণনা করুন।

৪. জুমুআর সালাত সহীহ হওয়ার জন্য কী কী শর্তাবলি আছে? তা বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ ৯ সালাতুল জানাযা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- সালাতুল জানাযা সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সালাতুল জানাযা আদায় করার পদ্ধতি বলতে পারবেন।
- সালাতুল জানাযায় পঠিত দুআ মুখস্থ বলতে পারবেন।
- মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার দুআ শিখতে পারবেন।

৫.৯.১ সালাতুল জানাযা

কোন মুসলমান ইনতিকাল করলে তার সালাতে জানাযা পড়তে হয়। মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত কামনা করাই সালাতুল জানাযার উদ্দেশ্য। জানাযার সালাত ফরযে কিফায়া অর্থাৎ মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণকারীদের মধ্যে একদল লোক আদায় করলে সকলের পক্ষ হতে ফরয আদায় হয়ে যায়, তবে কেউ না পড়লে সকলেই গোনাহগার হবে।

৫.৯.২ সালাতুল জানাযার পদ্ধতি

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর কাফন পরাতে হয়। তারপর কবরে দাফনের আগে জানাযার সালাত আদায় করতে হয়। ইমাম মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে সিনা বরাবর দাঁড়াবেন। মুকতাদীরা ইমামের পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবেন। তারপর সকলে নিম্নরূপ নিয়াত করবেন-

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضَ الْكِفَايَةِ وَالثَّنَاءُ لِلّٰهِ
تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ
الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

অর্থ ঃ ''আমি **চার তাকবীরে ফরযে কিফায়া জানাযার সালাত ইমামের সাথে এই মৃত ব্যক্তির দু'আর উদ্দেশ্য কিবলামুখী হয়ে আদায় করছি, আল্লাহু আকবার।**''

এরপর প্রথম তাকবীর বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাহরীমা বাঁধতে হবে। তারপর ছানা পড়ে দ্বিতীয় তাকবীর বলতে হবে। **সালাতের শেষ বৈঠকে যে দরুদ শরীফ পড়তে হয় তা পড়তে হবে।** এরপর তৃতীয় বার তাকবীর বলে মৃত ব্যক্তি বালেগ বা বয়স্ক হলে এ দুআ পড়তে হবে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ حَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا-
اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলী হাইয়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শাহিদীনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছাগিরিনা ওয়া কাবিরীনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছানা আল্লাহুম্মা মান্ আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়ীহি আলাল ইসলাম ওয়ামান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান।

অর্থ ঃ ‘‘হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা করে দাও আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড় পুরুষ ও নারীদেরকে। হে আল্লাহ! তুমি যাকে বাঁচিয়ে রাখ ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রেখ, আর যাকে আমাদের মধ্য থেকে মৃত্যু দাও ঈমানের সাথে মৃত্যু দিও।"

আর যদি মৃত ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় তাহলে তৃতীয় তাকবীরের পর উপরের এই দু'আর বদলে নিচের দু'আটি পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا
اَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا۔

অর্থ ঃ “হে আল্লাহ! এ শিশুকে আমাদের নাজাত ও আরামের জন্যে আগে পাঠিয়ে দাও। তার জন্য যে শোক-দু:খ তা আমাদের প্রতিদান ও সম্পদের কারণ বানিয়ে দাও। তাকে আমাদের সুপারিশকারী বানাও যা কবুল করা হবে।"

তারপর চতুর্থ তাকবীর বলতে হবে। এরপর ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে সালাতুল জানাযা শেষ করতে হবে।

মনে রাখা দরকার, এ জানাযার সালাতে রুকু, সিজদা, কিরআত ও তাশাহদ নেই এবং অতিরিক্ত চার তাকবীর বলার সময় কান পর্যন্ত হাত উঠাতে হয় না।

৫.৯.৩ মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার দুআ

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় নিচের দুআটি পড়তে হয়-

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লাহি ওয়াআলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ।

অর্থ : “আল্লাহর নামে রাসূলুল্লাহর মিল্লাতের উপর রাখলাম।”

এরপর মৃত ব্যক্তিকে কবরে রেখে কাফনের বাঁধন খুলে দিয়ে মাথাকে ডান কাত করে কিবলামুখী করে রাখতে হয়। তারপর কবরের উপর বাঁশ ও চাটাই বিছিয়ে মাটি চাপা দেওয়ার সময় নিচের দুআটি পড়তে হয়-

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

উচ্চারণ : “মিনহা খালাক্‌কনাকুম ওয়াফীহা নুয়ীদুকুম ওয়ামিনহা নুখ্‌রিজুকুম তারাতান উখরা।”

অর্থ: ‘‘আমি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি আবার মাটিতে নিয়ে এসেছি এবং মাটি হতেই পুনরায় বের করবো।" (সূরা তা-হা : আয়াত ৫৫)

সারাংশ
মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে যে সালাত আদায় করা হয়, তাকে সালাতুল জানাযা বলা হয়। এ সালাত ফরযে কিফায়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.৯

সঠিক উত্তরের পাশে (✓) টিক চিহ্ন দিন।

১. মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে সালাত আদায় করতে হয়, তাকে কিসের সালাত বলে?

ক. সালাতুল জানাযা খ. সালাতুল জুমুআ

গ. সালাতুত্ তারাবিহ ঘ. সালাতুল ঈদাইন

২. জানাযার সালাত পড়ার হুকুম কি?

ক. ফরযে আইন খ. ফরযে কিফায়া

গ. সুন্নাত ঘ. ওয়াজিব

৩. সালাতুল জানাযায় অতিরিক্ত তাকবীর কয়টি?

ক. ৫টি খ. ৬টি

গ. ৮টি ঘ. ৪টি

৪. কোন সালাতে রুকু সিজদা ও কিরআত পড়তে হয় না?

ক. জুমুআর সালাতে খ. ঈদের সালাতে

গ. জানাযার সালাতে ঘ. তারাবীহের সালাতে

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সালাতুল জানাযা আদায় করার নিয়ম লিখুন।

২. সালাতুল জানাযা পড়ার দুআ কয়টি নিজের ভাষায় লিখুন।

পাঠ ১০ যাকাত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- যাকাতের অর্থ বলতে পারবেন।
- উশর কী তা বলতে পারবেন।
- যাকাতের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- যাকাতের নিসাবের পরিমাণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ জানতে পারবেন।

৫.১০.১ যাকাত কী

যাকাত অর্থ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতা ও পরিমাণে বেড়ে যাওয়া। যাকাত দান করলে যাকাতদানকারীর মন, আত্মও ধন-সম্পদ পবিত্র হয়। আর তা বহুগুণে বেড়ে যায়। এজন্য ইসলাম ধর্মীয় বিধানে এটাকে 'যাকাত' বলা হয়।

শরীআতের পরিভাষায় মুসলমানদের ধন-সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ বছর পূর্তিতে আল্লাহর নির্ধারিত খাতসমূহে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়।

৫.১০.২ উশর

'উশর' অর্থ এক-দশমাংশ বা দশভাগের একভাগ, জমিতে উৎপাদিত ফসলের উপর ধার্যকৃত যাকাতকে উশর বলা হয়।

৫.১০.৩ যাকাতের গুরুত্ব

যাকাত ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে একটি। যাকাত দেওয়া ফরয। গুরুত্বের দিক দিয়ে সালাতের পরই যাকাতের স্থান। যাকাত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন-

أَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ

অর্থ- "সালাত আদায় কর এবং যাকাত দাও।" (সূরা বাকারা : আয়াত ৪৩)

মহানবী (সঃ) বলেন-

"যাদের উপর যাকাত ফরয, তারা যদি তা আদায় না করে, আল্লাহ তাকে পরকালে কঠিন শাস্তি দেবেন।"

যাকাত না দিলে মুসলমান থাকা যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-''মুশরিকদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, কারণ তারা যাকাত দেয় না।''

কাজেই যাকাত না দিলে মুসলমান হওয়া যায় না। যাকাত না দেওয়া বা যাকাত দিতে অস্বীকার করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করার শামিল। ইসলামী আইনে যাকাত দানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে।

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

যাকাত দানের আসল উদ্দেশ্য হল সমাজ থেকে অভাব-অনটন দূর করা। সমাজের মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন করা।

যাকাত আদায় করার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের। যাকাত আদায় করে সরকার তা কুরআনে বর্ণিত আটটি খাতে বণ্টন করে দিবেন। তা হলে সমাজ থেকে অভাব অনটন দূর হয়ে যাবে।

৫.১০.৪ যাকাতের নিসাব

যে পরিমাণ ধন-সম্পদ থাকলে যাকাত ফরয হয়, তাকে যাকাতের নিসাব বলে। অর্থাৎ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের পর যে পরিমাণ ধন-সম্পদ এক বছরকাল মালিকের নিকট থাকলে যাকাত ফরয হয়, একে যাকাতের নিসাব বলা হয়। যার 'নিসাব' পরিমাণ ধন-সম্পদ আছে তাকে 'মালিকে নিসাব' বা 'সাহিবে নিসাব' বলে।

গৃহ পালিত পশুর নিসাব

(ক) গরু ও মহিষের নিসাব হচ্ছে ৩০টি। এ থেকে যাকাত দিতে হবে ১ বছরের ১টি বাছুর।

(খ) উটের নিসাব হল ৫টি। ৫টি উট থাকলে যাকাত দিতে হবে ১টি ছাগল।

(গ) ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার নিসাব হচ্ছে ৪০টি। এ থেকে ১টি ছাগল যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

সোনা ও রূপার নিসাব

কমপক্ষে ৭$^{১}/_{২}$ (সাড়ে সাত) তালা বা ৮৭.৪৫ গ্রাম সোনা অথবা ৫২ তোলা রূপা থাকলে কিংবা ঐ পরিমাণ মূল্যের ধন-সম্পদ থাকলে যাকাত দিতে হবে। এক্ষেত্রে যাকাতের পরিমাণ ২.৫০% (শতকরা দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা) হারে যাকাত দিতে হবে।

উশর বা জমির ফসলের নিসাব

যে জমির ফসল করতে সেচের প্রয়োজন হয় না, প্রাকৃতিক পানির দ্বারা ফসল উৎপন্ন হয়, এমন জমির ফসলের উশর বা দশভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হয়। উশরের নিসাব হল ফসলের ৫ ওসক বা ৫ মণ ১/২ সের বা ১৮৭.৩৩ কেজি হলে ১০% শতকরা দশভাগ যাকাত দিতে হবে। আর যদি সেচের প্রয়োজন হয়, তবে এমন জমির উৎপন্ন ফসলের নিসফে উশর বা ২০ ভাগের এক ভাগ বা ৫% (শতকরা পাঁচভাগ) যাকাত দিতে হবে।

৫.১০.৫ যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

যাকাতের অর্থ-সম্পদ আল্লাহ তায়ালা যে সব খাতে ব্যয় করার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলোকে যাকাতের মাসারিফ বা যাকাত ব্যয়ের খাত বলে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা যাকাত ব্যয়ের আটটি খাতের উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে-

১. **ফকীর** ঃ যাদের কাছে যাকাতের নিসাব পরিমাণ ধন-সম্পদ নেই, এরূপ অভাবীকে যাকাত দেয়া যাবে।

২. **মিসকীনঃ** যাদের সম্পদ বলতে কিছুই নেই। এরূপ নিঃস্ব ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যাবে।

৩. **প্রশাসনিক ব্যয়ঃ** যাকাত আদায় ও বিলি বণ্টনের কাজে নিয়োজিত কর্মচারী তথা প্রশাসনিক ব্যয় মেটাতে যাকাত দেয়া যাবে।

৪. **নওমুসলিমদের সাহায্যঃ** যাকাতের অর্থ নওমুসলিমদের হৃদয় আকর্ষণ ও তাদের পুনর্বাসন এবং ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যয় করা যাবে।

৫. **ঋণ মুক্ত করা** ঃ ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৬. **আল্লাহর পথে ব্যয়ঃ** আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য এবং কল্যাণমূলক কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৭. **দাসত্বের মুক্তিতেঃ** দাসদের মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৮. **পথিকদের সাহাযার্থে** ঃ যাকাতের অর্থ মুসাফির বা পথিকদের সাহাযার্থে ব্যয় করা যাবে।

সারাংশ

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। যাকাত আদায় করা ফরয। এটা অর্থনৈতিক ইবাদত। যাকাত ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মেরুদন্ড। তাই ইসলামে এর গুরুত্ব অনেক। আল্লাহর নির্ধারিত খাতসমূহে যাকাত আদায় করা অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.১০

নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপ্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে (✓) টিক চিহ্ন দিন।

১. যাকাত শব্দের অর্থ কি?
ক. পবিত্রতা　　খ. দুআ করা
গ. দান করা　　ঘ. খয়রাত করা

২. জমিতে উৎপাদিত ফসলে যাকাতকে কি বলা হয়?
ক. উশর　　খ. নিসফে উশর
গ. যাকাত　　ঘ. খারাজ

৩. গুরুত্বের দিক দিয়ে সালাতের পরে কিসের স্থান?
ক. সাওমের　　খ. হাজ্জের
গ. যাকাতের　　ঘ. কালিমার

৪. যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফরয হয় তাকে কি বলে?
ক. যাকাতের নিসাব　　খ. হিসাব
গ. যাকাতের মাসারিফ　　ঘ. যাকাতের কোটা

৫. ইসলামী অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু কি?
ক. উশর　　খ. যাকাত
গ. দান-সাদকা　　ঘ. রাজস্ব

৬. ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস কি?
ক. রাজস্ব　　খ. জমির খাজনা
গ. ট্যাক্স　　ঘ. যাকাত

৭. ধনী-গরিবের বৈষম্য দূর করা যায় কিসের মাধ্যমে?
ক. যাকাতের মাধ্যমে　　খ. সালাতের মাধ্যমে
গ. শ্রেণীহীন সমাজ তৈরি করে　　ঘ. ধনী-গরিব ভেদাভেদ তুলে দিয়ে

এক কথায় উত্তর দিন।

ক. যাকাত শব্দের অর্থ কি?
খ. নিসাব অর্থ কি?
গ. উশর অর্থ কি?
ঘ. সোনার নিসাব কতটুকু?
ঙ. কিসের দ্বারা একটি সুখী সমাজ গড়ে তোলা যায়?
চ. যাকাত ব্যয়ের খাত কয়টি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. যাকাত ও উশরের সংজ্ঞা লিখুন।
২. যাকাতের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. যাকাতের নিসাব বলতে কী বোঝেন? বিভিন্ন জিনিসের যাকাতের নিসাব বর্ণনা করুন।
৪. যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ উল্লেখ করুন।

পাঠ ১১ সাওম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- সাওমের পরিচয় দিতে পারবেন।
- সাওম পালনের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।
- সাওম ভঙ্গের কারণ বলতে পারবেন।
- সাওমের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.১১.১ সাওমের পরিচয়

'সাওম' আরবি শব্দ। ফারসিতে বলা হয় রোযা। সাওমের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, বিরত থাকা। ইসলামী পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছায় পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম সাওম।

৫.১১.২ সাওম পালনের নিয়ম

রমযানের এক মাস সাওম পালন করা ফরয। রমযানের চাঁদ দেখা গেলে পর দিন থেকে একটানা পুরো এক মাস দিনের বেলায় পানাহার ও যৌন তৃপ্তি থেকে বিরত থাকতে হয়, একে সাওম বলে। সাওম পালনের জন্য নিয়াত করা ফরয। কেননা, নিয়াত ছাড়া কোন ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায় না।

সাওমের উদ্দেশ্যে ভোর রাতে সাহরী খাওয়া সুন্নাত। সাওম রাখার উদ্দেশ্যে সাহরী খেলেও নিয়াত হয়ে যায়। ঐ সময় নিয়াত না করে থাকলে দিনের বেলায় দুপুরের আগে নিয়াত করতে হবে। রমযানের সাওমের নিয়াত এ রকম-

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانِ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَّكَ يَا اللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

উচ্চারণঃ "নাওয়াইতু আন আসুমা গাদাম মিন্ শাহরি রামাদানাল মুবারাকি ফারদাল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নী, ইন্নাকা আনতাস্ সামিউল আলীম।"

অর্থঃ "আমি আগামীকাল রমযান মাসের ফরয সাওম পালনের ইচ্ছা করছি, হে আল্লাহ! আপনি তা কবুল করুন। আপনি মহাশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।"

নিজ ভাষায়ও নিয়াত হতে পারে। মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে সংকল্প করে নিলেও নিয়াত হবে।

তারপর সারাদিন কোন কিছু খাওয়া বা পান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। যৌন তৃপ্তি-লাভ থেকে বিরত থাকতে হবে। তাছাড়া মিথ্যা, অশ্লীল কথা-বার্তা, খারাপ চিন্তা ও অন্যান্য পাপ কাজ থেকেও নিজেকে হিফাযত রাখতে হবে। অতপর সূর্যাস্তের সাথে সাথে হালাল খাদ্য বস্তু দিয়ে সাওম ভাঙতে হবে, অর্থাৎ ইফতার করতে হবে।

ইফতার

ইফতার অর্থ-সাওম ভঙ্গ করা। ইফতার করা সুন্নাত। সূর্যাস্তের পর নিয়াতের সাথে কিছু পানাহার করে সাওম শেষ করার নাম ইফতার। ইফতারের নিয়াত হল নিম্নরূপঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিযকিকা আফতারতু।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমরই জন্য সাওম রেখেছি। আর তোমার দেওয়া রিয্ক দ্বারা ইফতার করছি।

৫.১১.৩ সাওম ভঙ্গের কারণ

যে সব কারণে সাওম ভঙ্গ হয়, কিন্তু কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় না। শুধু একটি সাওমের জন্য একটি সাওম কাযা করতে হয়। এরকম কারণ হল–

১. রমযানের সাওম ছাড়া অন্য কোন সাওমের সময়ে ইচ্ছা করে পানাহার করলে।
২. কুলি করার সময় অনিচ্ছায় গলার ভেতর পানি গেলে।
৩. পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে ঔষধ বা অন্য কিছু শরীরে প্রবেশ করালে।
৪. সাওম পালনকারীকে জোর করে কোন কিছু খাইয়ে দিলে।
৫. ভুলবশত রাত বাকি আছে মনে করে, সুবহে সাদিকের পরে পানাহার করলে।
৬. ইফতারের সময় হয়েছে ভেবে সূর্য ডোবার আগেই কিছু খেলে।
৭. মুখ ভর্তি বমি এলে এবং সে বমি গিলে ফেললে।
৮. ভুলবশত কোন কিছু মুখে দিলে বা খেয়ে ফেললে সাওম ভঙ্গ হয়েছে ভেবে ইচ্ছে করে যা মুখে আছে তা খেয়ে ফেললে বা আরো কিছু খেলে।
৯. ঘুমন্ত অবস্থায় সহবাস বা ধর্ষণ করলে সাওম ভঙ্গ হবে।
১০. সহবাস ছাড়া অন্য কোন অস্বাভাবিক উপায়ে বীর্যপাত করলে বা ঘটলে সাওম ভঙ্গ হবে এবং কাযা করতে হবে।

যে সব কারণে সাওম ভঙ্গ হলে কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয় দিতে হয়। এরকম কারণ হল-

১. সাওমের নিয়াত করে দিনের বেলায় ইচ্ছে করে পানাহার করলে।
২. সাওম অবস্থায় ইচ্ছা করে সঙ্গম করলে বা করালে।
৩. সুরমা, তেল বা ঔষধ ব্যবহার করার পর সাওম ভঙ্গ হয়েছে ভেবে ইচ্ছা করে পানাহার করলে সাওম ভঙ্গ হবে। এ রকম অবস্থায় সাওমের কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই আদায় করতে হবে।

সাওমের কাফ্‌ফারা

কাফ্‌ফারা অর্থ প্রতিকার, বদলা। ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের সাওম পালন না করলে বা ভঙ্গ করলে কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়।

সাওমের কাফ্‌ফারা হল-

১. একাধারে বিরহিতহীনভাবে দুমাস সাওম রাখা।

২. এতে অক্ষম হলে ৬০ জন মিসকীনকে দু'বেলা পেটভরে পানাহার করানো।

৩. তা না পারলে একজন ক্রীতদাস আযাদ বা মুক্ত করতে হবে।

৫.১১.৪ সাওমের ধর্মীয় শিক্ষা

সাওম একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এর ধর্মীয় শিক্ষা নিচে তুলে ধরা হলো:

আত্মিক উৎকর্ষ সাধন: আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে রোযা একটি অপরিহার্য ইবাদত। রোযা কেবল আমাদের উপরই ফরয নয়, বরং পূর্ববর্তীকালের সকল নবী-রাসূলের উম্মাতের উপরও ফরয ছিল। এ মর্মে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

"রোযা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর"। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৩)।

তাকওয়া সৃষ্টিতে

রোযার মাধ্যমে মানব হৃদয়ে তাকওয়া বা আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর হয়েও মহান প্রভুর ভালবাসা ও ভয়ে বান্দা কিছুই গ্রহণ না করা এবং যাবতীয় অন্যায়--অনাচার থেকে বিরত থাকা তাকওয়ার উত্তম নিদর্শন। মহান আল্লাহর ঘোষণা-

"তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেন তোমরা তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে পার"।

রোযা ঢাল স্বরূপ

রোযা মানুষকে ষড়রিপুর আক্রমণ থেকে ঢাল স্বরূপ বাঁচিয়ে রাখে। কাম, ক্রোধ, লোভ-লালসা ইত্যাদি রিপুর তাড়নায় মানুষ বিপদগামী হয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। রোযা মানুষের এসকল কুপ্রবৃত্তি দমন করে। একারণেই মহানবী (স:) বলেছেন–

اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ

"রোযা ঢাল স্বরূপ।"

রোযা মুক্তির উপায়

কিয়ামতের কঠিন সময়ে রোযা বান্দার মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। এ মর্মে মহানবী (স:) বলেন- "রোযাসমূহ সুপারিশ করে বলবে- হে প্রভু! আমি এ ব্যক্তিকে দিনে পানাহার ও অন্যান্য কামনা-বাসনা হতে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। আল্লাহ সুপারিশ গ্রহণ করবেন।" (বায়হাকী)

রোযা গুনাহ মার্জনাকারী

করুণাময় মহান প্রভু রোযাদার বান্দার পূর্বকৃত সকল গুনাহ ও অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। এ মর্মে মহানবী (স:) বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মবিশ্লেষণের সাথে রোযা পালন করল সে পূর্বকৃত গুনাহ মার্জনা করে নিল।" মহানবী (স:) আরও বলেন– "যারা রমযান মাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রোযা পালন করেছে, তারা সদ্যজাত শিশুর মত নি□*াপ* হয়ে যাবে।"

রোযা চরিত্র গঠনে সাহায্য করে

রোযা মানুষের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। রোযা রাখলে মানব মনে খোদা-ভীতি জাগ্রত হয়। সংযমে ও আত্মশুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং মানুষকে কঠোর সাধনায় অভ্যস্ত করে। এটা একটি নীরব ইবাদত।

৫.১১.৫ সাওমের সামাজিক শিক্ষা

রোযার অনেক সামাজিক শিক্ষা ও প্রভাব রয়েছে যার কিছু দিক হল-

সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করে

মানুষ রোযার অনুশীলনের মাধ্যমে ক্ষুধার্ত, অনাহারী ও অর্ধাহারী মানুষের দুঃখ-কষ্ট এবং ক্ষুৎ পিপাসার অসহ্য যাতনা অনুভব করতে পারে। ক্ষুৎ পিপাসার যন্ত্রণা যে কিরূপ ভয়ংকর তা উপলব্ধি করার মাধ্যমে অভাবী ও নিরন্ন মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ও সহমর্মিতার ভাব জাগ্রত হতে পারে। মহানবী (স:) বলেন- "এ মাস সহানুভূতির মাস।"

ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে

রোযার মাধ্যমে মানুষ একই আল্লাহর আদেশ একই নিয়মে পালন করে থাকে। এতে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে একই সূত্রে গ্রথিত করে। একে অপরের দুঃখে-সুখে এগিয়ে আসার অনুভূতি সৃষ্টি করে। ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পরস্পরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে।

সদ্ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে

রোযা সমাজের অবহেলিত ও খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেয়। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স:) বলেন- "এ মাসে যারা দাস-দাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে তথা তাদের কাজের বোঝা হালকা করে দেয়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, এবং দোযখের আগুন হতে রক্ষা করেন।"

আদর্শ সমাজ গঠন

রোযা পালনের মাধ্যমে মানুষ ষড়রিপুর তাড়না থেকে মুক্তি পায়। ফলে লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ক্রোধ, নেশা, মিথ্যা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ঝগড়া-বিবাদ, অশ্লীলতার চর্চা প্রভৃতি থেকে পূত-পবিত্র হয়ে সুন্দর আদর্শ জীবন লাভ করে। তাই অপরাধমুক্ত আদর্শ সমাজ গঠনে সাওমের ভূমিকা অনন্য।

সারাংশ
রোযা মানুষকে সর্বপ্রকার অন্যায়-অনাচার, পাপাচার, কামাচার হতে বিরত রাখে এবং সর্বরকমের ধর্মবিরোধী ও সমাজ বিরোধী, কার্যকলাপ তথ্য পরনিন্দা, পরচর্চা, ঝগড়া-বিবাদ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সর্বপ্রকার অবাঞ্ছিত কাজ হতে ফিরিয়ে রাখে। তাই রোযা পালনের গুরুত্ব, ফযীলত ও মাহাত্ম্যইসলামী জীবন দর্শনে খুবই বেশি।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন-

১. সাওম কি শব্দ?

ক. আরবি — খ. ফারসি

গ. উর্দু — ঘ. হিন্দি

২. সাওমের অর্থ-

ক. উপবাস — খ. বিরত থাকা

গ. না খেয়ে থাকা — ঘ. দুআ করা

৩. সাওম পালনের নিয়াত করা কি?

ক. সুন্নাত — খ. ওয়াজিব

গ. ফরয — ঘ. নফল

৪. সাওম পালনের উদ্দেশ্যে ভোর রাতে সাহরী খাওয়া কি?

ক. সুন্নাত — খ. নফল

গ. ফরয — ঘ. ওয়াজিব

৫. আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আত্ম পরিশুদ্ধির জন্য কোন ইবাদত সহায়ক?

ক. সাওম — খ. যাকাত

গ. সালাত — ঘ. হাজ্জ

৬. তাকওয়া সৃষ্টি হয় কোন ইবাদতে?

ক. যাকাত দিলে — খ. সালাত পড়লে

গ. যিক্‌র করলে — ঘ. সাওম পালনের মাধ্যমে

৭. হাশরের ভয়াবহ দিনে সাওম পালনকারীরা কোথায় থাকবে?

ক. আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে
খ. খেজুর গাছের নিচে
গ. হাশরের মাঠের এক কোণায়
ঘ. বেহেশতের মধ্যে

সংক্ষেপে উত্তর দিন।

ক. সাওম বলতে কী বুঝেন?
খ. ইফতার অর্থ কী?
গ. সাওম পালনের নিয়ম কী?
ঘ. সাওমের কাফ্ফারা কী?
ঙ. সাওমের নিয়াত লিখুন।
চ. ইফতারের নিয়ত লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সাওম কাকে বলে? সাওমের গুরুত্ব তুলে ধরুন।
২. সাওম ভঙ্গের কারণ কী কী? লিখুন।
৩. সাওমের কাযা ও কাফ্ফারা বলতে কী বুঝেন? লিখুন।
৪. সাওমের ধর্মীয় শিক্ষা বর্ণনা করুন।
৫. সাওমের সামাজিক শিক্ষা বর্ণনা করুন।

পাঠ ১২ হাজ্জ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- হাজ্জ-এর সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- হাজ্জ-এর ফরযসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- হাজ্জ-এর ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- হাজ্জ-এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.১২.১ হাজ্জ এর সংজ্ঞা

হাজ্জ আরবি শব্দ, এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ইচ্ছা করা, সংকল্প করা, কোন সম্মানিত স্থানে গমনের সংকল্প করা।

ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ অবস্থায়, নির্দিষ্ট স্থানে নির্ধারিত নিয়মে নির্দিষ্ট কতগুলো অনুষ্ঠান পালন করাকে হাজ্জ বলে। নির্দিষ্ট সময় বলতে ৮ই যিলহাজ্জ থেকে ১২ যিলহাজ্জ পর্যন্ত সময়কে বুঝায়। বিশেষ অবস্থা মানে ইহরামের অবস্থাকে বুঝায়। নির্দিষ্ট স্থান বলতে কা'বা শরীফ এবং তার সন্নিহিত আরাফা, মিনা, মুযদালিফা প্রভৃতি স্থানকে বুঝায়। নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান মানে হাজ্জ এর নির্ধারিত অনুষ্ঠানগুলোকে বুঝায়।

৫.১২.২ হাজ্জ-এর ফরয

হাজ্জ-এর ফরয তিনটি ঃ ১. ইহরাম বাঁধা, ২. আরাফাতে অবস্থান, ৩. তাওয়াফ-ই-যিয়ারাত

১. ইহরাম : ইহরাম শব্দের শাব্দিক অর্থ হারাম করে নেওয়া। ইসলামী পরিভাষায়-কয়েকটি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উমরা বা হাজ্জের নিয়াত করাকে ইহরাম বলে। ইহরামের অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো হচ্ছে-

ক. অশ্লীল কথা, কাজ, ঝগড়া-বিবাদ করা।

খ. কোন পশু পাখি শিকার করা, শিকার দেখিয়ে দেওয়া বা শিকার করতে বলা।

গ. উকুন বা পোকা-মাকড় মারা।

ঘ. সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা।

ঙ. নখ, চুল ইত্যাদি কাটা।

ছ. সেলাই করা জামা কাপড় পরিধান করা, মাথা ও মুখ ঢেকে রাখা।

ইহরাম অবস্থায় কোন নিষিদ্ধ কাজ করা হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। একে 'দম' (পশু কুরবানী করা) বলে। ইহরামের পর ক্রমাগত লাব্বায়ক, তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, তাহমীদ, দরূদ পাঠ করতে হয়।

২. আরাফাতে অবস্থান

হাজ্জের দ্বিতীয় ফরয হল ৯ই যিলহাজ্জ আরাফাত ময়দানে অবস্থান করা।

৩. তাওয়াফ-ই-যিয়ারাত

হাজ্জের তৃতীয় ফরয হচ্ছে তাওয়াফ-ই-যিয়ারত কুরবানীর দিনগুলোতে অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের ১০, ১১, ১২ তারিখের মধ্যে কাবা ঘরের তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ-ই-যিয়ারাত বলে। এই তিন দিনের যে কোন দিন এই তাওয়াফ করা যায়। তবে প্রথম দিনে তাওয়াফ করা উত্তম। এই তিন দিনের পরে তাওয়াফ করলে দম অর্থাৎ দণ্ড স্বরূপ একটি কুরবানী দিতে হবে।

৫.১২.৩ হাজ্জের ওয়াজিবসমূহ

হাজ্জ এর ওয়াজিব সাতটি। যথা,

(১) মুযদালিফায় রাত যাপন (২) সাঈ করা (৩) কঙ্কর নিক্ষেপ, (৪) কুরবানী করা, (৫) মাথার চুল কামানো অথবা খাট করে ছাঁটা (৬) বিদায়ী তাওয়াফ (৭) দম দেওয়া।

ওয়াজিব আদায়ের নিয়ম

১। **মুযদালিফায় রাতযাপন** ঃ- ৯ই যিলহাজ্জ আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করে মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করতে হয়। এখানে ইশার সময়ে মাগরিব ও ইশার সালাত একই আযানে একই ইকামতে একত্রে আদায় করতে হয়।

২। **সাঈ** ঃ সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ানকে সাঈ বলে। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাত বার আসা-যাওয়া হয় এক সাঈ।

৩। **কঙ্কর নিক্ষেপ** ঃ হযরত ইবরাহীম (আ:) শয়তানের উদ্দেশ্য কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন। ১০ই যিলহাজ্জ মিনায় জামরাতুল আকাবাতে শয়তানের উদ্দেশ্যে ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়। ১১ ও ১২ই যিলহাজ্জ পর্যায়ক্রমে তিনটি চিহ্নিত স্থানে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়।

৪। **কুরবানী করা** ঃ যারা তামাত্তু এবং কিরান হাজ্জ করেন তাদের জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব। যারা ইফরাদ হাজ্জ করেন তাদের জন্য কুরবানী করা ঐচ্ছিক। ১০, ১১ ও ১২ই যিলহাজ্জে যে কোন দিন কুরবানী করা যায়।

৫। **মাথা কামানো** ঃ কুরবানীর পরে ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মাথা কামাতে হয়। চুল ছোট করে ছাঁটলেও চলে।

৬। **বিদায়ী তাওয়াফ** ঃ বিদেশীদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ অর্থাৎ যারা মক্কার বাসিন্দা নয় তাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব।

৭। **দম দেওয়া** ঃ স্বেচ্ছায় অথবা ভুলে হাজ্জ এর কোন ওয়াজিব বাদ পড়লে তার কাফ্ফারা বা দন্ড স্বরূপ অতিরিক্ত একটি কুরবানী দিলে হাজ্জ আদায় হয়ে যায়। এ ধরনের কুরবানীকে দম বলে।

হাজ্জ-এর সুন্নাত

হাজ্জের সুন্নাত ৯টি যথা- (১) তাওয়াফে কুদূম- ইফরাদ কিংবা কিরান হাজ্জ আদায়কারীর জন্য তাওয়াফে কুদূম বা সর্বপ্রথম তাওয়াফ সুন্নাত। মক্কায় এসে প্রথম কাজই হল তাওয়াফে কুদূম করা।

(২) রমল- তাওয়াফের মধ্যে উভয় বাহু সঞ্চালন করে দুরন্ত পায়ে বাহাদুর সৈনিকের মত হাটাকে রমল বলে।

(৩) খুতবা- ৭ যিলহাজ্জ মক্কা শরীফে, ৯ যিলহাজ্জ আরাফাতে এবং ১১ যিলহাজ্জ মিনায় বাদশাহ বা তার প্রতিনিধির খুতবা দেয়া সুন্নাত।

(৪) ৮ যিলহাজ্জ মিনায় যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাত আদায় করা এবং সেখানে রাত যাপন করা।

(৫) ৯ যিলহাজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফাতে রওয়ানা হওয়া।

(৬) আরাফাতে অবস্থানের জন্য যুহরের আগে গোসল করা।

(৭) ৯ যিলহাজ্জ সূর্যাস্তের পর ইমামের অনুবর্তী হয়ে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হওয়া।

(৮) ১২ যিলহাজ্জ পর্যন্ত মিনায় রাত যাপন করা।

(৯) মিনা থেকে মক্কা শরীফ প্রত্যাবর্তন কালে মুহাসসার নামক স্থানে কিছু সময় অবস্থান করা।

৫.১২.৪ হাজ্জের গুরুত্ব

হাজ্জ আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায়। মহানবী (স:) বলেন, পানি যেমন ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করে, হাজ্জও তেমনি মানুষের গুনাহ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলে। তাই ইসলামে হাজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন–

হাজ্জ একত্ববোধ জাগ্রত করে ঃ হাজ্জের মৌসুমে সারা বিশ্ব মুসলিম ঐকবদ্ধ হয়ে হাজ্জের কার্যক্রম সম্পাদনের সময় মুসলমানদের মনে ঐক্যবোধ জাগ্রত হয় এবং পরবর্তী জীবনেও এর প্রতিফলন দেখা যায়।

আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব ঃ প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই। হাজ্জের অনুষ্ঠানমালা এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে দেশ, ভাষা, বর্ণের সীমা ছাড়িয়ে আদর্শিক বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে উন্নীত করে। এ হাজ্জের প্রতিটি কার্যক্রম পালনের মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বের মুসলমানগণ একটি অখণ্ড ভ্রাতৃসংঘ ও এক উম্মাহ হিসেবে গড়ে উঠে।

সাম্য ঃ ধনী-নির্ধন, রাজা-প্রজা, মনিব-ভৃত্য, কালো-সাদা সকল প্রকার মানুষ হাজ্জের সময় যখন সেলাইবিহীন একই কাপড় পরিধান করে সর্বময় ক্ষমতার মালিকের সামনে হাযির হয় তখন এক অপরূপ সাম্যের দৃশ্যের অবতারণা হয়।

সম্প্রীতি আদান-প্রদান ঃ হাজ্জের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয় ও মেলা-মেশার সুযোগ লাভ করে এবং পরস্পর সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়।

শৃংখলাবোধের উন্মেষ ঘটে ঃ হাজ্জের অনুষ্ঠানমালা পালন করতে অসাধারণ শৃংখলার পরিচয় দিতে হয়। সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলিম হাজ্জের প্রতিটি অনুষ্ঠান তথা তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার দৌড়, আরাফাতের ময়দানে অবস্থান প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালনের সময় এক অপূর্ব শৃংখলা ও নিয়মতান্ত্রিকতার পরিচয় দেয়।

সহানুভূতির সৃষ্টি ঃ হাজ্জ মানুষকে সহানুভূতিশীল করে গড়ে তোলে। একসাথে থাকার এবং অনুষ্ঠানমালা আঞ্জাম দেয়ার ফলে পরস্পরের সুখ-দু:খ, আনন্দ-বেদনা অনুভব করতে শিখে। এভাবে সামাজিক জীবনে এর প্রভাব পড়ে এবং মানুষ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়।

হাজ্জ একটি মৌলিক অধিকার ঃ হাজ্জ করা প্রত্যেক মুসলমানের মৌলিক অধিকার। কোন দেশের কোন সরকারই কোন অবস্থাতে এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না। কারণ ''হারামাইন আশ-শরীফাইন'' কোন গোত্র, কোন সরকার বা কোন দেশের একক সম্পত্তি নয়। বস্তুত এটা বিশ্ব মুসলিমের সাধারণ সম্পত্তি।

হাজ্জ মানুষকে মিতব্যয়িতা ও সংযমী হতে শিক্ষা দেয় ঃ হাজ্জ মানুষকে মিতব্যয়ী ও সংযমী হতে শিক্ষা দেয়। শুধু দুখণ্ড সেলাইনবিহীন সাদা কাপড় পরা, খালি মাথায়, খালি পায়ে-নেহায়েত সরল-সহজ ধরনের চালচলনের মাঝে মিতব্যয়িতার শিক্ষা লাভ করা যায়।

ধর্মীয় গুরুত্ব ঃ হাজ্জ আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায়। মহানবী (স:) বলেন, ''পানি যেমন ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করে, হাজ্জও তেমনি মানুষের গুনাহ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয়।''। বুখারী হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হাজ্জ পালন করে সে ব্যক্তি সদ্য প্রসূত শিশুর মত নি□াপ হয়ে যায়। সুতরাং হাজ্জ এর ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ হাজ্জ এর অর্থনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। হাজ্জ আমাদের মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী হতে শেখায়। ইহরাম অবস্থার পোশাক আমাদেরকে সাদা-সিধে সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে। হাজ্জ আমাদের কার্পণ্য ও অপচয় থেকে মুক্ত করে। হাজ্জের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্ব আন্তর্জাতিক ইসলামী অর্থ ভান্ডার গড়ে তুলতে পারে। আর তা দ্বারা মুসলিম উম্মাহর যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.১২

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. হাজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ কি?
   ক. গমন করা খ. যিয়ারত করা
   গ. প্রদক্ষিণ করা ঘ. সংকল্প করা

২. হাজ্জ এর জন্য নির্দিষ্ট সময় কি?
   ক. ৮ যিলহাজ্জ-১২ যুলহাজ্জ খ. ১০-১৩ যিলহাজ্জ
   গ. ৭-৯ যিলহাজ্জ ঘ. ১২-১৫ যিলহাজ্জ

৩. জীবনে কতবার হাজ্জ করা ফরয?
   ক. তিনবার খ. দুইবার
   গ. একবার ঘ. চারবার

৪. হাজ্জ-এর ফরয কয়টি?
   ক. ৭টি খ. ৫টি
   গ. ৩টি ঘ. ২টি

৫. ইহরাম অবস্থায় কোন কাজটি নিষিদ্ধ নয়?
   ক. মাছ শিকার করা খ. পাখি শিকার করা
   গ. উকুন মারা ঘ. সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান

৬. হাজ্জ-এর দ্বিতীয় ফরয কোনটি?
   ক. ইহরাম করা খ. মিনায় অবস্থান
   গ. কঙ্কর নিক্ষেপ করা ঘ. আরাফাতে অবস্থান

৭. যিলহাজ্জ মাসের কোন তারিখে তাওয়াফ-ই-যিয়ারত করা উত্তম?
   ক. ১০ তারিখে খ. ১১ তারিখে
   গ. ১২ তারিখে ঘ. ১৩ তারিখে

এক কথায় উত্তর।

ক. হাজ্জ অর্থ কি?
খ. ইহরাম অর্থ কি?
গ. হাজ্জের ফরয কয়টি?
ঘ. হাজ্জের ওয়াজিব কয়টি?
ঙ. হাজ্জ মানুষের কী পরিষ্কার করে?
চ. পৃথিবীর প্রাচীনতম ইবাদত গৃহ কোনটি?
ছ. কুরবানী করতে হয় কত তারিখে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হাজ্জ কাকে বলে? হাজ্জ এর গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. হাজ্জ-এর ওয়াজিবগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৩. হাজ্জ-এর ফরয কয়টি ও কী কী? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

পাঠ ১৩ জিহাদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- জিহাদের পরিচয় বলতে পারবেন।
- জিহাদ কত প্রকার এবং কী কী বর্ণনা করতে পারবেন।
- জিহাদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৫.১৩.১ জিহাদের পরিচয়

জিহাদ শব্দটি **جهد** শব্দ থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। কঠোর পরিশ্রম, সর্বশক্তি নিয়োগ করা ও চূড়ান্ত চেষ্টা সাধনা করা।

কোন কাজে অবিরাম চেষ্টা সাধনা করা, তথা কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করার নাম জিহাদ।

পারিভাষিক অর্থ

পারিভাষিক দিক থেকে 'জিহাদ' এর কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায়। যথা-

১. হানাফী মাযহাবের মতেঃ শরীআতের পরিভাষায় জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ, জীবন ও যবান দ্বারা চেষ্টা চালানোর নাম।

মালেকী মাযহাবের মতে ঃ জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর কালিমার প্রচারের লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ জাতি ছাড়া আর সব কাফিরের সাথে যুদ্ধ করা।

শাফিই মাযহাবের মতে ঃ দ্বীন-ইসলামের উন্নয়ন কল্পে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা এবং নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেও ইসলামে জিহাদ বলা হয়।

৫.১৩.২ জিহাদের প্রকারভেদ : জিহাদ দু'প্রকার

(ক) যাহিরী জিহাদ (প্রকাশ্য)
(খ) বাতেনী জিহাদ (অপ্রকাশ্য)

যাহেরী জিহাদ ঃ ইসলামের প্রকাশ্য দুশমন কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে যাহিরী জিহাদ বলে। যারা রাষ্ট্রীয়ভাবে কুরআন-সুন্নাহর আইনকে প্রতিষ্ঠিত করার ঘোর বিরোধী তাদের বিরুদ্ধে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রচেষ্টা চালানকেও জিহাদ বলে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন- "হে নবী! আপনি কাফির ও মুশরিকদের প্রতি কঠোর হন"। (সূরা তাওবা)

"তোমরা আল্লাহর পথে যথাযথভাবে জিহাদ কর।" (সূরা হাজ্জ: ৭৮)

বাতেনী জিহাদ ঃ নফস বা কুপ্রবৃত্তি যা মানুষকে অন্যায় ও অসত্যের পথে পরিচালিত করে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করাকে বাতেনী বা অপ্রকাশ্যে জিহাদ বলে। এটিকে জিহাদে আকবরও বলা হয়। কারণ আত্মার কুপ্ররোচনা সব সময় মানুষকে কুপথে ধাবিত করে। এ গোপন শত্রু দমন করাও জিহাদ। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-

"যে ব্যক্তি নিজকে কুপ্রবৃত্তির হাত থেকে রক্ষা করে তার স্থান অবশ্যই জান্নাতে"। (সূরা আন নাজিয়াত : ৪০,৪১)

৫.১৩.৩ জিহাদের গুরুত্ব

আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে জিহাদের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। মূলত আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় জিহাদ একটি মহৎ ইবাদত এবং অন্যতম ফরয ইবাদত। নিম্নে জিহাদের গুরুত্বের কতিপয় দিক উপস্থাপন করা হলঃ

আল্লাহর কালিমা সমুন্নতকরণঃ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কালিমা বা বাণী সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ, যা বিশ্ব মানব কল্যাণ ও মুক্তির আবে-হায়াত, মানব-মস্তিষ্ক প্রসূত সকল বাণী ও মতবাদের উপর এ বাণীকে বিজয়ী ও সমুন্নত করার জন্য জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম, আল্লাহ্ বলেন-

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

"তিনি সেই মহান সত্তা- যিনি তাঁর রাসূল (স:) কে পথের দিশা ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি তা সকল দীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন।" (সূরা ফাত্হ : আয়াত ২৮)

নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ঃ যখন ইসলাম বিরোধীচক্র ইসলাম ও মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে তখন দ্বীন ইসলাম ও মুসলিম নর-নারী শিশু-বৃদ্ধ ও সম্পদের নিরাপত্তার জন্য জিহাদে অবতীর্ণ হতে হয়। এ পর্যায়ে মহান আল্লাহর বাণী-

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ
يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ
لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

অর্থ- "তোমাদের কি হয়েছে! তোমরা আল্লাহর পথে কেন যুদ্ধ করছনা? অথচ অবস্থা এই যে, দুর্বল, অক্ষম, অসহায় নির্যাতিত পুরুষ নারী ও শিশুরা ফরিয়াদ করে বলছে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এই জালিম শাসিত দেশ থেকে বের করে নাও। এবং তোমার নিকট থেকে বন্ধু পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী পাঠাও।" (সূরা নিসা : আয়াত ৭৫)

মানবতা রক্ষার ক্ষেত্রেঃ ইসলাম মানবতার বিবেক বুদ্ধির স্বাধীনতা এবং মানবের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি দেয়। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বে আইনের শাসন প্রবর্তন করা এবং সকল প্রকার শোষণ, জুলুম, নির্যাতন, ফেতনা-ফাসাদ, অশান্তি ও সন্ত্রাস বন্ধ করা ইসলামের মূল লক্ষ্য। আর এ জন্য জিহাদ অপরিহার্য। যেমন- মহান আল্লাহর ঘোষণা–

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

অর্থ- "এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে, যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সূরা আনফাল : ৩৯)

মাতৃভুমি রক্ষা ঃ যদি শত্রুপক্ষ নিজের মাতৃভূমির প্রতি আক্রমণ করে কিংবা জবর দখল করে নেয় অথবা তাতে অত্যাচার নিপীড়ন চালায়। তবে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার এবং এর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর উপর জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া একান্ত কর্তব্য।

পারলৌকিক শাস্তি হতে মুক্তির ক্ষেত্রে ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের মাধ্যমে পারলৌকিক কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়া যায়। এ মর্মে মহান আল্লাহর ঘোষণা–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

অর্থ- "আমি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসাদের কথা বলে দেবো কি, যা তোমাদেরকে দোযখের কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি হতে মুক্তি দেবে? আর তা হচ্ছে এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।" (সূরা সাফ্ফ : ১০,১১)

মর্যাদা লাভ ঃ ইসলামে জিহাদকারীর মর্যাদা সর্বোচ্চ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে বহু কথা এসেছে। আল্লাহ বলেছেন-

(ক) যারা ঈমান এনেছে ও আল্লাহর পথে জানমাল দিয়া সংগ্রাম করেছে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট উঁচু মর্যাদা রয়েছে এবং তারা সাফল্য লাভ করেছে। (খ) যারা আল্লাহর পথে জীবন দেয় তাদের তোমরা মৃত বলোনা বরং তারা জীবিত।

আল্লাহর সন্তোষলাভঃ আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের আল্লাহ খুব ভালবাসেন। যেমন- স্বয়ং আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا

অর্থ- "আল্লাহর পথে কাতারবন্দী হয়ে যারা লড়াই করে তিনি তাদের ভালবাসেন।" (সূরা সাফফ: ৪)

পাপরাশি মোচন ও জান্নাত লাভ ঃ সর্বোপরি জিহাদে যারা অংশ নিবেন তাদের পাপরাশি আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং জান্নাতে তার বাসস্থান নির্ধারণ করবেন। যেমন- মহা আল্লাহ বলেন-

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ

অর্থ- "আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" [সূরা সাফফ: আয়াত ১২]

সারাংশ
চিরসত্য, সুন্দর শান্তি ও মুক্তির দ্বীন-ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার ক্ষেত্রে জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে মনে রাখতে হবে, জিহাদ এবং সন্ত্রাসকে একত্রে গুলিয়ে ফেলা অন্যায় এবং জিহাদ অর্থ- যুদ্ধ-বিগ্রহ-সন্ত্রাস কিছুই নয়। এর প্রকৃত অর্থ- কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করার নাম জিহাদ। এ বিষয়ে কুরআন এবং হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫.১৩

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. কালিমা অর্থ কি?
   ক. পবিত্র বাক্য　　খ. আল্লাহর বিধান
   গ. রাসূলের আদর্শ　　ঘ. পবিত্র বাণী

২. জিহাদ করতে হবে কেন?
   ক. রাজ্য বিস্তারের জন্য　　খ. কাফির নিধনের জন্য
   গ. অমুসলিমকে মুসলিম বানাতে　　ঘ. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য

৩. ঈমানদার যুদ্ধ করে-
   ক. আল্লাহর পথে　　খ. রাসূলের পথে
   গ. তাগুতের পথে　　ঘ. রাজার নির্দেশিত পথে

৪. বড় জিহাদ কোনটি?
   ক. যাহিরী জিহাদ　　খ. বাতেনী জিহাদ
   গ. গাযওয়া　　ঘ. সারিয়্যা

৫. যারা জিহাদে মারা যান, তারা কি?
   ক. মুজাহিদ　　খ. গাজী
   গ. শহীদ　　ঘ. শাহাদাত

৬. জান্নাত কিসের ছায়াতলে?
   ক. আরশের　　খ. তরবারির
   গ. মসজিদে নববীর　　ঘ. কাবা ঘরের

শূন্যস্থান পূরন করুন।

ক. যারা আল্লাহর পথে .... দেয় তাদের তোমরা .... বলোনা বরং তারা ....।

খ. আল্লাহর পথে .... আল্লাহ খুব .... । যারা .... করবে। তোমাদের পাপরাশি .... করে দিব এবং তোমাদেরকে .... প্রবেশ করাবো।

সংক্ষেপে উত্তর দিন।

ক. জিহাদ বলতে কী বোঝেন?
খ. জিহাদ কত প্রকার ও কী কী?
গ. আল্লাহর কালিমা বলতে কী বোঝেন?
ঘ. বাতেনী জিহাদ বলতে কী বোঝেন?
ঙ. ইসলামে কার মর্যাদা সর্বোচ্চে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন।

১. জিহাদ অর্থ কী? জিহাদের উদ্দেশ্য কী?
২. জিহাদে আকবর বলতে কী বোঝেন?
৩. জিহাদের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৫

বিশদ উত্তর মূলক প্রশ্ন

১. তাহারাত কী? উযু, গোসল ও তাইয়াম্মুম কাকে বলে? লিখুন।
২. ওযু ও গোসলের ফরয ও সুন্নাত কী কী? ওযু ভঙ্গের কারণগুলো লিখুন।
৩. সালাতের ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত ৫.৩.১ - ৫.৩.২)
৪. সালাতের ফরয কয়টি ও কী কী লিখুন। (উত্তর সংকেত ৫.৪.১ - ৫.৪.৩)
৫. সালাতের ওয়াজিব কয়টি কী কী? (উত্তর সংকেত ৫.৫.১ - ৫.৫.২)
৬. সালাত আদায়ের নিয়ম লিখুন। (উত্তর সংকেত ৫.৬.২)
৭. সালাতুল ঈদাইন কী? ঈদের সালাত আদায়ের নিয়ম লিখুন। (উত্তর সংকেত ৫.৭.১ - ৫.৭.৫)
৮. সালাতুল জুমুআ কী? জুমুআর সালাত আদায়ের পদ্ধতি লিখুন। (উত্তর সংকেত ৫.৮.১ - ৫.৮.৩)
৯. জুমুআর সালাত সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলি ও ফযীলত বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত ৫.৮.৪, ৫.৮.৫)
১০. সালাতুল জানাযা কী? সালাতুল জানাযার পদ্ধতি বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত ৫.৯.১, ৫.৯.৩)
১১. যাকাত ও উশর কাকে বলে? যাকাত ও উশরের নিসাব কী? যাকাত ব্যয়ের খাতসহ যাকাতের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত ৫.১০.১, ৫.১০.৫)
১২. সাওম কী? সাওম পালনের নিয়ম ও ভঙ্গের কারণ উল্লেখ করুন। (উত্তর সংকেত ৫.১১.১ - ৫.১১.৩)
১৩. সাওম কী? সাওমের ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত ৫.১১.৪ - ৫.১১.৫)
১৪. হাজ্জ কী? হাজ্জের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ কী কী? (উত্তর সংকেত ৫.১২.১ - ৫.১২.৩)
১৫. হাজ্জ কী? হাজ্জের গুরুত্ব ও শিক্ষা লিখুন। (উত্তর সংকেত ৫.১২.৪)
১৬. জিহাদ কাকে বলে? জিহাদ কয় প্রকার ও কী কী? জিহাদের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত ৫.১৩.১ - ৫.১৩.৩)